প্রকাশনার ৮৫ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ১৪ ◆ ২৭ এপ্রিল - ৩ মে, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

হ্যাঁ, খ্রিস্ট সত্যিই পুনরুত্থান করেছেন

অমৃতলোকের যাত্রায় পোপ ফ্রান্সিস

অনন্তলোকে ষষ্ঠ বর্ষ

বিনম্র শ্রদ্ধা ও গভীর ভালোবাসায় স্মরি তোমায়

মিস. বেনেডিক্টা গমেজ (বেনাদী দিদি)

বেনেডিক্টা গমেজ
জন্ম: ৪ সেপ্টেম্বর, ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দ
মৃত্যু: ৩০ এপ্রিল, ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ

ফিরে এলো ৩০ এপ্রিল। তোমার মহাপ্রয়াণের ষষ্ঠ বছর! কিন্তু তুমি সীমাহীন আকাশে অন্তহীন ও অনন্ত হয়ে আছো। চিরভাস্বর ও উজ্জ্বল-সতত ও নিরন্তর জেগে আছো তুমি আমাদের হৃদমাঝারে। সবার মনের মণিকোঠায় সযতনে রাখা চিরজীবী, অক্ষয় ও অমর স্মৃতি ও আদর্শের স্মৃতিসৌধ তুমি। তোমার কাছে আমাদের প্রার্থনা- তোমার আশীর্বাদে আমাদের নিত্য ঘিরে রাখো, চালিত ও রক্ষা করো। সুন্দর ও সুরভিত, উদ্ভাসিত ও আলোকিত করো তোমার স্বর্গীয় সুবাস ও প্রভায়। আমরা তোমাকে জানাই আমাদের হৃদয় উজাড় করা বিনম্র শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। আশীর্বাদ করো তোমার রেখে যাওয়া বাণীতেই যেন আমরা জয়ী হতে পারি।

চিরশান্তিতে থাকো তুমি।

তোমার স্নেহ ও আশিষধন্য-পরিবার–

যেরোম - মনিকা গমেজ, অজিত - মনিকা ও স্বপ্ন গমেজ, অসীম - নিপা ও অংশীতা গমেজ, অসিত - কাঁকন - অতসী ও সপ্তর্ষি গমেজ ও সিস্টার শিখা গমেজ, সিএসসি

বেনেডিক্ট ভিলা
গ্রাম: তেঁতুইবাড়ি পো:অ: উলুখোলা
মঠবাড়ী মিশন, জেলা: গাজীপুর।

বিপ্র/৮৪/২৫

তোমরা অমর

ছফিয়া (ছফি) গমেজ
জন্ম : ১৭ মার্চ, ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১৪ এপ্রিল, ২০০৭ খ্রিস্টাব্দ
উলুখোলা, মঠবাড়ী ধর্মপল্লী

তোমরা যে সত্যিই পৃথিবীর মায়ার বাঁধন ছিড়ে চলে গেছো স্বর্গের অনন্ত যাত্রায় এ চিরন্তন সত্যটি আমাদের মেনে নিতে খুবই কষ্ট হয়। তোমরা ছিলে আমাদেরকে ঈশ্বরের পথ দেখানো আদর্শ বাবা-মা। তোমাদের আদর্শেই আমরা আজ চলছি ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভের প্রত্যাশায়। আজ কৃতজ্ঞচিত্তে, শ্রদ্ধাভরে ও নতশিরে তোমাদের জানাই হাজারো প্রণাম। তোমাদের প্রার্থনাপূর্ণ, সেবাপরায়ণ পবিত্র জীবনযাপনের কথা এখনো পাড়া-প্রতিবেশিরা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে।

দয়াময় প্রভু পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, যতদিন আমরা এ ধরণীতে আছি ততদিন যেন, তোমাদের আদর্শ-ভালোবাসা ও ক্ষমার বাণী হৃদয়ে ধারণ করে যেতে পারি। ঈশ্বর তোমাদের অনন্ত শান্তি দান করুন।

রেজিন গমেজ
জন্ম : ২৪ ডিসেম্বর, ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২৯ এপ্রিল, ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ
উলুখোলা, মঠবাড়ী ধর্মপল্লী

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে,

মেয়ে ও মেয়ে জামাই	:	প্রয়াত মঞ্জু রোজমেরী - জ্যোতি গমেজ
ছোট মেয়ে	:	সিস্টার মেরী আরতি এসএমআরএ
নাতি-নাতি বৌ	:	মানিক-সারা গমেজ
নাতী-নাতীন জামাই	:	নিতা-সুবাস গমেজ, অসীম-মুক্তা গমেজ, হীরা-বিভাস রোজারিও
পুতি-পুতিন	:	শুভ্র, জেনিফার, মাথিল্ডা, সাইনী, এভারলি ও শুভন

উলুখোলা, মঠবাড়ী ধর্মপল্লী

বিপ্র/৮৫/২৫

সাপ্তাহিক **প্রতিবেশী**

বর্ষ : ৮৫, সংখ্যা : ১৪
২৭ এপ্রিল - ০৩ মে, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ
১৪ বৈশাখ - ২০ বৈশাখ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড

ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়

সুনীল পেরেরা
সজল মেলকম বালা
বিশাল এভারিশ পেরেরা
জেভিয়ার রোজারিও

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি

সংগৃহীত

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন

মেরী তেরেজা বিশ্বাস
প্রান্ত গমেজ

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স

দীপক সাংমা
পিতর হেম্ব্রম
সাম্য টলেন্টিনু

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক

চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
মোবাইল : ০১৭৯৮৫১৩০৪২
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

মূল্য : ১০ টাকা মাত্র

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

অবিস্মরণীয় মানবতার দূত: পোপ ফ্রান্সিস

বিশ্ব মিডিয়া পোপ ফ্রান্সিসের অসুস্থতা, মৃত্যু ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া যে গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরেছে তাতে প্রমাণ হয় তিনি বিশ্ব জুড়ে কতটা সমাদৃত ও প্রিয়। পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস গত ২১ এপ্রিল রোজ সোমবার ভাতিকানের সান্তা কাসা মার্তা বাসভবনে রোম সময় সকাল ৭:৩৫ মিনিটে মৃত্যুবরণ করলে ভাতিকান তা প্রকাশ করে সকাল ৯:৪৫ মিনিটে। মুহূর্তেই সারা বিশ্ব নড়ে ওঠে। কাথলিক মণ্ডলী প্রিয়জন হারানোর বেদনা ও কষ্ট অনুভব করলেও পোপ মহোদয়ের জীবন ও কাজের জন্য ঈশ্বরের প্রশংসা করে। আর আশায় বুক বাঁধে তাদের প্রিয়জন ঈশ্বরের প্রিয়জন হয়ে এখন স্বর্গবাসী এবং তা শিঘ্র আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতির প্রত্যাশাও করে।

১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের ১৭ ডিসেম্বর আর্জেন্টিনার বুয়েনস আইরেসে পোপ ফ্রান্সিসের জন্ম। কাথলিক পুরোহিত হিসেবে তার অভিষেক হয় ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে। ২০১৩ খ্রিস্টাব্দের ১৩ মার্চ তিনি পোপ হিসেবে নির্বাচিত হন। পুরো আমেরিকা অঞ্চল এবং দক্ষিণ গোলার্ধ থেকে নির্বাচিত প্রথম পোপ তিনি, প্রথম জেজুইট এবং প্রায় ১২০০ বছরের মধ্যে প্রথম নন-ইউরোপিয়ান পোপ।

পোপ ফ্রান্সিস যখন দায়িত্ব নেন, কাথলিক মণ্ডলী তখন যৌন কেলেঙ্কারিসহ বিভিন্ন মানবীয় সমস্যায় জর্জরিত। বিশ্ব যখন বৈষম্য, ধর্মীয় উগ্রতা, পরিবেশ বিপর্যয় ও রাজনৈতিক সংকটের ধাক্কায় বিপর্যস্ত, তখন একজন নীরব কিন্তু দৃঢ় নেতৃত্বে উঠে এসেছেন- পোপ ফ্রান্সিস। পোপ ফ্রান্সিস পরিবর্তনের ম্যান্ডেট নিয়ে আসেন এবং চেষ্টা করেন শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে। তিনি শুধু কাথলিকদের ধর্মগুরু নন, বরং মানবতার একজন অগ্রণী কণ্ঠস্বর হয়ে ওঠেছেন।

২০১৩ খ্রিস্টাব্দে পোপ হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই তার প্রতিটি পদক্ষেপ, বার্তা এবং আচরণ পৃথিবীব্যাপী আলোচনার জন্ম দিয়েছে। তিনি আধুনিক বিশ্বের সবচেয়ে মানবিক ধর্মনেতাদের একজন।

পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য তার বিনয় এবং সহজ-সরলতা। তিনি পোপের বিলাসবহুল জীবনব্যবস্থা পরিত্যাগ করে সাধারণ গৃহে বসবাস শুরু করেন। ব্যক্তিগত গাড়ির বদলে সাধারণ গাড়িতে চলাফেরা করেন এবং প্রায়ই নিজ হাতে দরিদ্রদের সেবা করতে দেখা যায় তাকে। তার এ মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিই তাকে আলাদা করে তুলেছে।

ধর্মীয় সহনশীলতা ও সংলাপের ক্ষেত্রে পোপ ফ্রান্সিস নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছেন। মুসলিম, ইহুদি, হিন্দু ও অন্যান্য ধর্মের নেতাদের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিশ্বে শান্তি ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ বৃদ্ধিতে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। তিনি বলেছেন, 'ধর্ম কখনো ঘৃণা ছড়ানোর হাতিয়ার হতে পারে না; বরং এটি হবে ভালোবাসা ও সহমর্মিতার পথ।'

তার পরিবেশ বিষয়ক বিশ্ববিখ্যাত সর্বজনীন পত্র 'Laudato Si' কেবল কাথলিক চার্চের জন্যই নয়, বরং সমগ্র মানবজাতির জন্য একটি দিকনির্দেশনা। জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রকৃতি ধ্বংসের বিরুদ্ধে তিনি জোরালো অবস্থান নিয়েছেন, যা ধর্মীয় নেতার ভূমিকাকে নতুন মাত্রা দিয়েছে।

অভিবাসন, দারিদ্র, সহিংসতা এবং সামাজিক বৈষম্য নিয়ে পোপ ফ্রান্সিসের স্পষ্ট অবস্থান প্রমাণ করে, তিনি শুধু আধ্যাত্মিক নেতা নন, বরং সমাজসংস্কারকও। বিশ্ব যখন বিভাজনের পথে হাঁটছে, পোপ ফ্রান্সিস সেখানে ভালোবাসা, সংহতি ও মানবিকতার বার্তা বহন করছেন। তিনি আমাদের শেখান, বিশ্বাস শুধু ধর্মীয় আচারের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; এটি জীবনের প্রতিটি স্তরে প্রতিফলিত হওয়া উচিত। ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশে এসে নির্যাতিত রোহিঙ্গাদের কাছে টেনে নিয়ে এবং তাদের দিয়ে প্রার্থনা পরিচালনা করিয়ে বিশ্বকে দেখিয়েছেন কিভাবে দরিদ্রদের পাশে থাকতে হয় এবং প্রান্তিকজনকে সম্মান দিতে হয়।

শ্রমিক সাধু যোসেফের ন্যায় পরিশ্রমী, খাঁটি ও ধার্মিক ব্যক্তি প্রয়াত পুণ্যপিতা ফ্রান্সিসও তাঁর জীবন দিয়েই বিশ্বকে শিখিয়েছেন দরিদ্রদের ভালোবাসতে, সম্মান দিতে এবং সংলাপের মধ্যদিয়ে সমস্যার সমাধান করতে।

আজকের এই সংকটাপন্ন বিশ্বে পোপ ফ্রান্সিস একজন নীতিবান নেতা, যিনি শুধু ধর্ম নয়, যে কোন মানুষের পাশেই নিঃসংকোচে দাঁড়ান- তিনি নিঃসন্দেহে অবিস্মরণীয়। †

যীশু তাঁদের আবারও বললেন, 'তোমাদের শান্তি হোক! পিতা যেমন আমাকে প্রেরণ করেছেন, আমিও তেমনি তোমাদের পাঠাচ্ছি।' (যোহন ২০: ১৯-৩১)

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

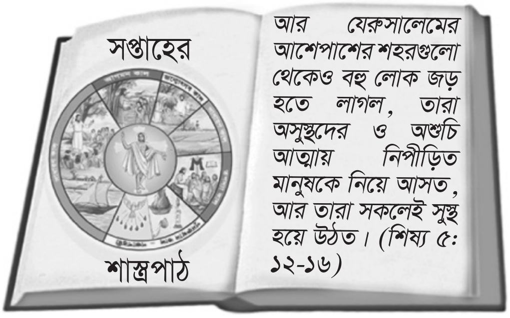

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ২৭ এপ্রিল - ০৩ মে, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

২৭ এপ্রিল, রবিবার

পুনরুত্থানকালের ২য় রবিবার - ঐশ করুণার রবিবার

শিষ্য ৫: ১২-১৬, সাম ১১৮: ১-২, ৪, ২২-২৭, প্রত্যা ১: ৯-১১ক, ১২-১৩, ১৭-১৯, যোহন ২০: ১৯-৩১

২৮ এপ্রিল, সোমবার

পুনরুত্থানকালের ৩য় সপ্তাহ

সাধু পিতর শানেল, *যাজক ও সাক্ষ্যমর ও* ***সাধু লুই গ্রিঞিয়োঁ দ্য মঁফোর্ট***, *যাজক*; শিষ্য ৪: ২৩-৩১, সাম ২: ১-৩, ৪-৬, ৭-৯, যোহন ৩: ১-৮

২৯ এপ্রিল, মঙ্গলবার

পুনরুত্থানকালের ৩য় সপ্তাহ

সিয়েনার সাধ্বী কাথারিনা, কুমারী ও আচার্য, স্মরণ দিবস

শিষ্য ৪: ৩২-৩৭, সাম ৯৩: ১কখ, ১গ-২, ৫, যোহন ৩: ৭খ-১৫
অথবা *সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:* ১ যোহন ১: ৫---২: ২, সাম ১৪৮: ১-২, ১১-১৪, লুক ১০: ৩৮-৪২

৩০ এপ্রিল, বুধবার

পুনরুত্থানকালের ২য় সপ্তাহ

সাধু ৫ম পিউস, পোপ শিষ্য ৫: ১৭-২৬, সাম ৩৪: ১-৮, যোহন ৩: ১৬-২১

১ মে, বৃহস্পতিবার

পুনরুত্থানকলের ২য় সপ্তাহ, *আদর্শ শ্রমিক সাধু যোসেফ*

শিষ্য ৫: ৩৪-৪২, সাম ৩৪: ১, ৮, ১৫, ১৭-১৯, যোহন ৩: ৩১-৩৬
অথবা *সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:* আদি ১: ২৬ -- ২: ৩ বিকল্প কলঃ ৩: ১৪-১৫, ১৭, ২৩-২৪, সাম ৯০: ২, ৩-৪, ১২-১৩, ১৪, ১৬, মথি ১৩: ৫৪-৫৮

২ মে, শুক্রবার

পুনরুত্থানকলের ২য় সপ্তাহ

সাধু আথানাসিউস, বিশপ ও আচার্য, স্মরণ দিবস

শিষ্য ৫: ৩৪-৪২, সাম ২৭: ১, ৪, ১৩-১৪, যোহন ৬: ১-১৫

৩ মে শনিবার

পুনরুত্থানকলের ২য় সপ্তাহ

সাধু ফিলিপ ও সাধু যাকোব, প্রেরিতশিষ্য, পর্ব

১ করি ১৫: ১-৮, সাম ১৯: ১-২, ৩-৪, যোহন ১৪: ৬-১৪

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

২৭ এপ্রিল, রবিবার

+ ১৯৯৫ সি. মেরী তেরেজা, পিসিপিএ (ময়মনসিংহ)

২৮ এপ্রিল, সোমবার

+ ১৯৯৫ ব্রা.কন্সটান্ট ব্রুইলার্ড, সিএসসি (চট্টগ্রাম)

২৯ এপ্রিল, মঙ্গলবার

+ ১৯৭৮ বিশপ দান্তে বাত্তালিয়েরিন, এসএক্স (খুলনা)
+ ১৯৮৮ ফা. আলবার্ট ব্লো, সিএসসি
+ ২০০০ ফা. আমাতরে আর্তিকো, পিমে (দিনাজপুর)
+ ২০১৯ ফা. আন্তন মুর্মু (রাজশাহী)

৩০ এপ্রিল, বুধবার

+ ২০২১ সি. মিরিয়াম, এসএমআরএ (ঢাকা)

১ মে, বৃহস্পতিবার

+ ১৯৭০ ফা. যোসেফ সেন্ট মার্টিন, সিএসসি
+ ২০২৩ সি. মেরী শীলা, এসএমআরএ

২ মে, শুক্রবার

+ ১৯৪৫ ফা. বি. ভালেন্টিনো বেলজেরি (দিনাজপুর)
+ ১৯৪৬ সি. ইউলালি মাঁসো, সিএসসি

৩ মে শনিবার

+ ১৯৬৬ ফা. জেমস মেকগার্ভে, সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৯২ ব্রা. জুড কস্তেল্লো, সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৯৭ ফা. পল গমেজ (ঢাকা)
+ ২০০৮ ফা. বারট্রাম নেলসন, সিএসসি (চট্টগ্রাম)

কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা

তৃতীয় খণ্ড

খ্রীষ্টে আশ্রিত জীবন

১৯৩৭ এই বিভিন্নতা ঈশ্বরের পরিকল্পনায়ই রয়েছে। তিনি চান যেন প্রত্যেকেই তার আপন প্রয়োজন অনুসারে অন্যদের সাহায্য লাভ করে, এবং যারা নির্দিষ্ট "মোহর" দানে বিভূষিত তারা যেন তাদের অর্জিত উপকারগুলো অভাবীদের সঙ্গে সহভাগিতা করে। এই বিভিন্নতা ব্যক্তিদের উৎসাহিত করে ও অনেক সময় বাধ্যও করে তাদের উদারতা, দানশীলতা ও সম্পদের সহভাগিতা করতে। তারা সংস্কৃতির পারস্পরিক সমৃদ্ধি সাধন করে।

আমি বিচিত্রভাবে সদ্‌গুণগুলো বিতরণ করি; আমি প্রত্যেককে সব গুণই দেই না, কিন্তু আমি একজনকে কয়েকটি, আবার অন্যদেরকে আর কয়েকটি দান করি...। আমি নীতিগতভাবে ভ্রাতৃপ্রেম দেব একজনকে, আবার অন্যজনকে দেব ন্যায্যতা; এই ব্যক্তিকে দেব নম্রতা, আবার ওকে দেব জীবন্ত বিশ্বাস... । এই ভাবেই তো আমি অসংখ্য দান ও অনুগ্রহ দিয়েছি, আধ্যাত্মিক এবং বৈষয়িক উভয় গুণই দিয়েছি, তবে এত ভিন্নভাবে যে, আমি সবকিছুই মাত্র একজন ব্যক্তিকে দেইনি, যাতে সে অন্যদের প্রতি ভালবাসা প্রকাশে বাধা অনুভব না করে। আমি চেয়েছি যেন একজনের প্রয়োজন হয় অন্যজনের, এবং এভাবে যে-সব দান ও অনুগ্রহ আমার কাছ থেকে তারা লাভ করেছে তা যেন আমারই সেবাকর্মী হয়ে বিতরণ করতে পারে।

১৯৩৮ এছাড়াও সমাজে পাপময় বৈষম্য রয়েছে যা লক্ষ লক্ষ নারী-পুরুষকে প্রভাবিত করছে। সেসব বৈষম্য মানুষের গোচরে সুসমাচারের বিরোধিতা করছে:

ব্যক্তির সমমর্যাদা এই দাবি করে যে, আমরা অধিকতর ন্যায্যতা ও মানবীয় পরিবেশ গড়ে তুলতে সচেষ্ট হই। একই মানব পরিবারের বিভিন্ন ব্যক্তি ও জাতির মধ্যে অত্যধিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য বিঘ্নের উৎস সৃষ্টি করছে এবং সামাজিক ন্যায্যতা, ন্যায়বিচার, মানবিক মর্যাদা, এবং সামাজিক ও আন্তর্জাতিক শান্তির বিরুদ্ধে হুমকিস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

॥গ॥ মানবীয় সংহতি

১৯৩৯ সংহতির নীতি, যা "বন্ধুত্ব" ও "সামাজিক প্রেম" নামেও অভিহিত হয়েছে, তা মানবীয় এবং খ্রীষ্টীয় ভ্রাতৃত্বের একটা প্রত্যক্ষ দাবি।

একটি নৈতিক অপরাধ "বর্তমান যুগে যা অত্যন্ত ব্যাপক, আর সেটা হল মানব সংহতি ও ভ্রাতৃপ্রেমের নিয়মের প্রতি অবজ্ঞা। এই নিয়মটি আমাদের একই উৎপত্তি দ্বারা এবং সকল মানুষের, তা যে দেশেরই হোক, বুদ্ধিসম্মত ব্যক্তিসত্তার সমতা দ্বারা নির্দেশিত ও স্থাপিত। এই নিয়মটি পাপী মানুষের পক্ষে হয়ে, যীশু খ্রীষ্ট স্বর্গীয় পিতার নিকট ক্রুশীয় যজ্ঞবেদীতে উৎসর্গীকৃত যজ্ঞবলি দ্বারা মুদ্রাঙ্কিত করেছেন।

অভিষেক বার্ষিকীতে অভিনন্দন

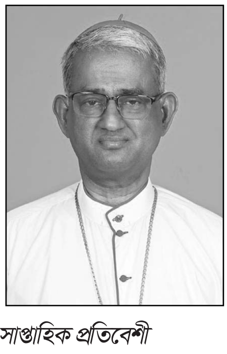

৫ মে, ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের সহকারী বিশপ সুব্রত বনিফাস গমেজ-এর অভিষেক বার্ষিকী। ২০২৪ খ্রিস্টাব্দের ৫ মে তিনি বিশপ পদে অভিষিক্ত হয়েছেন। "খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র" ও "সাপ্তাহিক প্রতিবেশী"র সকল কর্মী, পাঠক-পাঠিকা এবং শুভানুধ্যায়ীদের পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমরা তাঁর সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু ও সুন্দর জীবন কামনা করি। *- সাপ্তাহিক প্রতিবেশী*

শোক সংবাদ

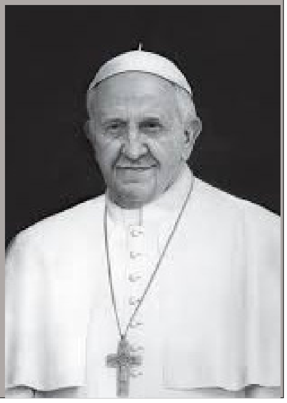

কাথলিক মণ্ডলীর প্রধান ধর্মগুরু পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস গত ২১ এপ্রিল রোজ সোমবার সকাল ৭:৩৫ মিনিটে ভাতিকানে নিজ বাসভবন সান্তা মার্তা কাসাতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। পরবর্তীতে সকাল ৯:৪৫ মিনিটে ভাতিকান তাঁর মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করে। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে আর্জেন্টিনাতে জন্মগ্রহণকারী পোপ ফ্রান্সিস ২১ এপ্রিল ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে ৮৮ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। বিশ্বনন্দিত, নম্র, দরদী, দীনহীনের বন্ধু ও জনগণের পোপ পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের মৃত্যুতে বিশ্বে নেমে আসে শোকের ছায়া। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ পুণ্যপিতার স্মরণে রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করেছে। বাংলাদেশেও ২৪-২৬ এপ্রিল তিনদিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করা হয়েছে। পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের মৃত্যুতে বাংলাদেশের খ্রিস্টান সমাজ গভীরভাবে ব্যথিত ও শোকার্ত। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর পোপ ফ্রান্সিসের আত্মাকে চিরশান্তি দান করুন।

বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী

THE CATHOLIC BISHOPS' CONFERENCE OF BANGLADESH (CBCB)

২২ এপ্রিল, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের মৃত্যুতে বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীর শোক প্রকাশ

কাথলিক খ্রিস্টানদের প্রধান ধর্মগুরু এবং ভাটিকান সিটির প্রধান পোপ ফ্রান্সিস-এর মৃত্যুতে বাংলাদেশ খ্রিস্টমণ্ডলী গভীর শোক প্রকাশ করছে। মান্যবর পোপ ফ্রান্সিস ২১ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে ভাটিকানের কাজা সান্তা মার্তা নামক নিজ বাসভবনে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল ৮৮ বছর।

পোপ ফ্রান্সিস ছিলেন এক অসাধারণ মানবতাবাদী নেতা, যিনি শান্তি, সহানুভূতি এবং সাম্যের বার্তা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর নেতৃত্বে কাথলিক চার্চ বিশ্বব্যাপী দরিদ্র, শরণার্থী, অভিবাসী এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর পাশে দাঁড়িয়েছেন। তিনি ধর্মীয় সহাবস্থান এবং আন্তঃধর্মীয় সংলাপের এক গুরুত্বপূর্ণ কণ্ঠস্বর ছিলেন। বিশ্ব ধর্মীয় নেতৃত্বে তাঁর অবদান ও মানবিক মূল্যবোধ সকলের অনুপ্রেরণা।

১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে আর্জেন্টিনায় জন্মগ্রহণকারী পোপ ফ্রান্সিসই প্রথম লাতিন আমেরিকান ও অ-ইউরোপীয় পোপ। ২০১৩ খ্রিস্টাব্দের ১৩ মার্চ পোপীয় দায়িত্ব গ্রহণকারী পোপ ফ্রান্সিস বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছুটে গিয়েছেন শান্তি-সম্প্রীতির বার্তা ছড়িয়ে দিতে। ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি এসেছিলেন সবুজ শ্যামল বাংলার বুকে। গভীর মমতা ও ভালোবাসায় শুনেছেন মিয়ানমারের বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের কষ্টের কথা, প্রকাশ্যে নীরবে কেঁদেছেন আর নাড়িয়ে দিয়েছেন বিশ্বকে। এমনিভাবে অন্যায়-অন্যায্যতা, নিপীড়ন-নির্যাতনের বিরুদ্ধে এবং প্রকৃতি ও দরিদ্রদের পক্ষে তাঁর দৃঢ় অবস্থানের কারণে তিনি হয়ে ওঠেছিলেন বিশ্ববিবেক।

গত ১৪ ফেব্রুয়ারি নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে রোমের জেমেলি হাসপাতালে ভর্তি হন পোপ ফ্রান্সিস। দীর্ঘ ৩৮ দিন চিকিৎসা শেষে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে নিজ বাসভবন ভাটিকানের কাজা সান্তা মার্তাতে থাকতে থাকেন। গত রবিবার (২০/৪/২০২৫) ইস্টার সানডেতে ভাটিকানের সেন্ট পিটার্স বাসিলিকার বারান্দা থেকে হাত নেড়ে সেন্ট পিটার্স স্কয়ারে সমবেত উচ্ছ্বসিত শত-সহস্র তীর্থযাত্রীকে শুভেচ্ছা জানান। পরদিন ২১ এপ্রিল সকাল ৭:৩৫ মিনিটে (রোম সময়) পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস মৃত্যুবরণ করেন। ভাটিকান ৯:৪৫ মিনিটে মৃত্যুর খবর প্রকাশ করলে বিশ্বের সকল প্রান্তের সকল স্তরের মানুষ শোক প্রকাশে একাত্ম হন। বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীও তাদের প্রিয় পোপ ফ্রান্সিসের মৃত্যুতে ব্যথিত ও শোকাহত। তাঁর আত্মার কল্যাণে ভক্তকূল প্রার্থনারত।

পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের মৃত্যু শুধুমাত্র কাথলিকদের জন্যই বড় একটি ক্ষতি নয় কিন্তু ধর্মীয় অঙ্গণে এক অপূরণীয় ক্ষতি। দরিদ্র, প্রান্তিক ও অসহায় মানুষের পাশে থাকার যে কৃষ্টি পোপ ফ্রান্সিস সৃষ্টি করেছেন তা অব্যাহত থাকবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। প্রয়াত পোপ আমাদের আলোকবর্তিকা হয়ে থাকুন। আমরা তাঁর আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

+ বিজয় ডি'ক্রুজ, ওএমআই

আর্চবিশপ বিজয় এন ক্রুজ, ওএমআই
আর্চবিশপ অব ঢাকা
সভাপতি: বাংলাদেশে কাথলিক বিশপ সম্মিলনী

MOST REV. BEJOY N D'CRUZE OMI
President of CBCB

পোপ ফ্রান্সিসের

সংক্ষিপ্ত জীবনী

ডিসেম্বর ১৭, ১৯৩৬ জর্জ মারিও বেরগোগ্লিও, বুয়েনোস আইরেস আর্জেন্টিনা, ইতালীয়ান অভিবাসী পিতামাতার ঘরে

১৯৫৭ নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হন ২১ বছর বয়সে এবং ডান ফুসফুসের কিছুটা অংশ বাদ দেওয়া হয়।

মার্চ ১১, ১৯৫৮ যিশু সংঘের নভিশিয়েটে প্রবেশ করেন।

মার্চ ১৭, ১৯৬০ জেজুইট হিসেবে ১ম ব্রত গ্রহণ

১৯৬১ - ৬৩ সান মিগুয়েল সেমিনারীতে দর্শনশাস্ত্র পড়াশুনা

ডিসেম্বর ১৩, ১৯৬৯ যাজক হিসেবে অভিষিক্ত

১৯৭৩ জেজুইট হিসেবে চিরকালীন ব্রত গ্রহণ

১৯৭৩ - ৭৯ আর্জেন্টিনা ও উরুগুয়ের জেজুইট সুপিরিয়রের দায়িত্ব পালন

১৯৭৯ - ৮৫ মাক্সিমো যাজক গঠনগৃহের পরিচালক ও ঐশতত্ত্বের শিক্ষক

১৯৮৬ জার্মানীতে তার ডক্টরাল থিসিস শেষ করেন।

জুন ২৭, ১৯৯২ বুয়েনোস আইরেস এর সহকারী বিশপ হিসেবে অভিষিক্ত

জুন ৩, ১৯৯৭ বুয়েনোস আইরেস এর উত্তরাধিকারী বিশপ হিসেবে ঘোষিত।

ফেব্রুয়ারি ২৮, ১৯৯৮ বুয়েনোস আইরেস এর আর্চবিশপ হিসেবে অধিষ্ঠিত।

ফেব্রুয়ারি ২১, ২০০১ কার্ডিনাল পদে উন্নীত হন।

ফেব্রুয়ারি ২১, ২০০১ পোপ নির্বাচনের কনক্লেভে অংশগ্রহণ করেন এবং পোপ ১৬শ বেনেডিক্টকে পোপ নির্বাচন করেন।

মার্চ ১৩, ২০১৩ কনক্লেভে ১১৫ জন কার্ডিনালের অংশগ্রহণে পোপ নির্বাচিত হন এবং নাম গ্রহণ করেন ফ্রান্সিস। আমেরিকা থেকে প্রথম পোপ এবং প্রথম জেজুইট যিনি সাধু পিতরের ২৬৫তম উত্তরাধিকারী।

২৯ জুন ও ৫ জুলাই, ২০১৩ প্রথম সর্বজনীন পত্র ***Lumen fidei*** (The Light of Faith) **বিশ্বাসের আলো** লেখা ও প্রকাশ করা হয়। পোপ ১৬শ বেনেডিক্ট এ পত্র লেখা শুরু করেন এবং পোপ ফ্রান্সিস তা শেষ করেন।

৮ জুলাই, ২০১৩ প্রথম পালকীয় সফর রোমের বাইরে লামপেদোজায়।

২৪ নভেম্বর, ২০১৩ প্রথম প্রৈরিতিক প্রেরণাপত্র “Evangeli Gaudium/ Joy of the Gospel” **মঙ্গলবাণীর আনন্দ** প্রকাশ।

সেপ্টেম্বর ২১, ২০১৪ ইতালির বাইরে প্রথম প্রৈরিতিক সফর মুসলিম অধ্যুষিত আলবেনিয়াতে।

২৪ মে, ২০১৫ সকলের বসতবাটী ধরিত্রীর যত্নদান বিষয়ক সর্বজনীন পত্র ‘লাউদাতো সি/ তোমার প্রশংসা হোক’ প্রকাশ।

২৬ নভেম্বর- ২ ডিসেম্বর, ২০১৭ প্রৈরিতিক সফরে মিয়ানমার ও বাংলাদেশে পোপ ফ্রান্সিস।

৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ আবুধাবীতে পোপ ফ্রান্সিস ও আল-আজহারের গ্যাণ্ড ইমাম আহমেদ আল-তায়্যেব ‘মানব ভ্রাতৃত্ব’ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

৩ অক্টোবর, ২০২০ লাউদাতো সি’র ৫ম বার্ষিকীতে সর্বজনীন পত্র ‘ফ্রাতেল্লী তুত্তি/ ভ্রাতৃসকল’ প্রকাশ।

২৪ অক্টোবর, ২০২৪ যিশু হৃদয়ের ঐশ ও মানব ভালোবাসাকে কেন্দ্র করে ডিলেজিত নস নামে সর্বশেষ সর্বজনীন পত্র প্রকাশ।

১৫-১৬ ডিসেম্বর, ২০২৪ ইতালির বাইরে শেষ প্রৈরিতিক সফর ফ্রান্সের ক্রোসিকা প্রদেশে।

২৪ ডিসেম্বর, ২০২৪ আশার তীর্থযাত্রার জুবিলীর উদ্বোধন এবং হুইল চেয়ারে করে পুণ্য দরজা দিয়ে প্রবেশ।

১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ ডাবল নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে রোমের জেমেল্লি হাসপাতালে ভর্তি।

২১ এপ্রিল, ২০২৫ সকাল ৭:৩৫ মিনিটে ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দেন এবং ভাতিকান তা প্রকাশ করে সকাল ৯:৪৫ মিনিটে।

২৬ এপ্রিল, ২০২৫ সকাল ১০টায় (রোম সময়) সাধু পিতরের বাসিলিকায় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার খ্রিস্টযাগ সম্পন্ন করে রোমের বাইরে অবস্থিত সান্তা মারীয়া মাজোরে বাসিলিকায় পুণ্যপিতা ফ্রান্সিসের সমাধি।

আমার স্মৃতিতে ঈশ্বরের ভালোবাসা ও করুণার প্রতীক পোপ ফ্রান্সিস

ফাদার অরুণ উইলিয়াম রোজারিও ওএমআই

গত ২১ এপ্রিল, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ সোমবার রোমের সময় সকাল ৯:৪৫ মি. ভাতিকানের কাসা সান্তা মার্তা হতে আইরিশ বংশোদ্ভূত ৭৭ বছর বয়স্ক আমেরিকান কার্ডিনাল কেভিন ফেরেল পুরো বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে বলেন, “প্রিয় ভাই ও বোনেরা, গভীর দুঃখের সাথে আমি আমাদের পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের মৃত্যু ঘোষণা করছি। আজ সকাল ৭:৩৫ মিনিটে (বাংলাদেশ সময় সকাল ১১:৪৫ মি.) রোমের বিশপ ফ্রান্সিস স্বর্গীয় পিতার গৃহে ফিরে গিয়েছেন। তাঁর সমগ্র জীবন প্রভু যিশু ও তাঁর মণ্ডলীর সেবায় নিবেদিত ছিল। তিনি আমাদের বিশ্বস্ত, সাহস এবং সার্বজনীন ভালোবাসার সাথে মঙ্গলবাণীর মূল্যবোধ মেনে চলতে শিখিয়েছেন, বিশেষ করে দরিদ্রতম এবং প্রান্তিক মানুষের পক্ষে।”

২০১৩ খ্রিস্টাব্দের ১৩ মার্চ আর্জেন্টিনার ৭৬ বছর বয়সী কার্ডিনাল জর্জ মারিও বেরগল্লিও পোপ নির্বাচিত হয়ে এবং পোপ ফ্রান্সিস নাম বেছে নিয়ে ১২ বছর মণ্ডলীকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তাঁর কথা, কাজ ও জীবন-যাপন খুব অল্প সময়ে তাঁকে বিশ্বে ঈশ্বরের করুণা ও মণ্ডলী সংস্কারের প্রতীক হিসেবে পরিচিতি দান করেছে। তাঁর মৃত্যুর সংবাদ পড়ে পোপ ফ্রান্সিসের উপর কিছু স্মৃতি-চারণ মূলক কথা লিখতে শুরু করি। ২০১৩ থেকে ২০২২ খ্রিস্টাব্দ অবধি ইতালির রোমে থাকার সময় বহুবার তাঁকে দূর থেকে দেখেছি এবং তিন বার (২০১৪, ২০১৬ ও ২০২২) তাঁর সাথে ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাত করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করি। তাঁর সাথে হাত মেলানো ও তাঁর আশীর্বাদ নেবার সময়গুলো ছিল গভীর আবেগের এবং ভাষায় প্রকাশ না করতে পারা এক স্বর্গীয় অনুভূতি। পোপ মহোদয়কে কাছে থেকে দেখে আমার মনে হয়েছে তাঁর উপস্থিতি থেকে এক ধরণের পবিত্রতা বিকিরিত হয় আর তা তাঁর চোখে, মুখে ও কথার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়।

২০১৪ খ্রিস্টাব্দের ৬ মার্চ বৃহস্পতিবার (ভস্ম বুধবারের পরের দিন), ফাদার বিজয় রিবেরু ওএমআই এবং আমি ভাতিকানের পোপ ষষ্ঠ পল-এর মিলনায়তনে যাই। সেইদিন সকালে পোপ মহোদয় রোম ধর্মপ্রদেশের পালক-পুরোহিত ও যাজকদের সাথে সাক্ষাত করবেন। অধিবেশনের শেষে ফাদার বিজয় ও আমি পোপ মহোদয়ের সাথে হাত মেলাতে ও আশীর্বাদ নিতে পেরেছিলাম। পোপ মহোদয় যে শারীরিকভাবে বেশ লম্বা তা সেদিন আরও স্পষ্ট হয়েছে, বিশেষ করে ফাদার বিজয় যখন পোপের সাথে হাত মেলান! পরবর্তী প্রায় পুরো এক সপ্তাহ আমার মনে একটাই ছবি বার বার এসেছে আর তা হলো পোপ মহোদয়ের পবিত্র ও আনন্দে ভরা মুখ। ফাদার বিজয় সেই দিন আমাকে বলেন যে, এর এক বছর পূর্বে ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ জুন মাসে পোপ মহোদয় কোন পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই মেরী মেজর ব্যাসিলিকায় যান তখন ফাদার বিজয় ও আর একজন শ্রীলংকান অবলেট মেরী মেজর ব্যাসিলিকায় ছিলেন। ফাদার বিজয় যখন পোপের খুব কাছে এসে

তাঁর সাথে হাত মেলাবেন ঠিক তখনই তাকে ঠেলে একজন ইতালিয়ান সিস্টার পোপের সাথে হাত মেলান। পোপ যেহেতু খুব অল্প সময়ের জন্য সেখানে ছিলেন তাই ২০১৩ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে ফাদার বিজয়ের আর পোপের সাথে হাত মেলানো ও আশীর্বাদ নেওয়া হয়নি। সে কারণে ফাদার বিজয়ের এক বড় আক্ষেপ ছিল। কিন্তু ২০১৪ খ্রিস্টাব্দের ৬ মার্চ সেই আক্ষেপের অবসান হলো।

২০১৪ খ্রিস্টাব্দের পর আমাদের বেশ কয়েকজন অবলেট পোপের দফতরে অনুরোধ পত্র লিখে সান্তা মার্তা চ্যাপেলে খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করলেও, আমি কোন অনুরোধ পত্র লিখিনি। আমি সর্বদাই ভেবেছি যে আমি যেহেতু পোপকে একবার দেখেছি ও আশীর্বাদ নিতে পেরেছি, তাই আমার উচিত হবে অন্যেরা যাতে সেই সুযোগ পায়।

তবে ঈশ্বরই যেন আরো দুইবার সুযোগ করে দিয়েছিলেন পোপকে কাছে থেকে দেখার। ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে অবলেট সম্প্রদায়ের জেনারেল চ্যাপ্টারের সময় পোপের সাথে অবলেটদের এক সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা হয়। দিনটি ছিল ৭ অক্টোবর, শুক্রবার, ২০১৬। সেই দিন সকাল ১০টায় ভাতিকানের সাধু ক্লেমেন্ট এর মিলনায়তনে আমরা সবাই পোপ মহোদয়ের বাণী শুনি ও ব্যক্তিগতভাবে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করি। বাংলাদেশ হতে ফাদার দিলীপ সরকার ওএমআই এই জেনারেল চ্যাপ্টারে উপস্থিত ছিলেন। ফাদার জনি ফিনি ওএমআই রোমে অধ্যয়নরত থাকায় তিনিও পোপের সাথে সাক্ষাৎ করেন। আমার এখনও মনে আছে শুরুতেই পোপের সেক্রেটারী জার্মান আর্চবিশপ জর্জ গ্যানস্ভাইন অনুরোধ করেন যাতে আমরা পোপের সাথে সাক্ষাতের জন্য বেশী সময় না নিই। আমাদের সুপিরিওর জেনারেল ফাদার লুইস লুগেন পোপের পাশে দাঁড়িয়ে প্রত্যেক অবলেট সদস্যদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিলেন। আমার পালা এলে আমি পোপের সাথে হাত মেলাই। পোপের সেক্রেটারী ইশারা করছিলেন যাতে তাড়াতাড়ি আমি পোপের সাথে সাক্ষাৎ শেষ করি। বেশ ভয় নিয়ে আমি পোপকে অনুরোধ করি যে আমার পকেটে ১২টি রোজারী মালা আছে, তিনি কি আশীর্বাদ করবেন কিনা। পোপ বেশ হাসিমুখ নিয়ে ইতালিয়ান ভাষায় আমাকে উত্তর দেন যে তিনি অবশ্যই তা আশীর্বাদ করবেন। আমি একটু বেশী সময় নিয়েছি দেখে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা পোপের সেক্রেটারীর দিকে তাকালাম। দেখলাম তিনিও আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসছেন।

পোপ ফ্রান্সিস এর সাথে সর্বশেষ ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ হয়েছিল ২০২২ খ্রিস্টাব্দের ৩ অক্টোবর দুপুর ১২টায় ভাতিকানের সাধু ক্লেমেন্ট এর মিলনায়তনে। এই সাক্ষাৎ হয়েছিল অবলেট জেনারেল চ্যাপ্টারে অংশগ্রহণকারী সমস্ত অবলেটদের নিয়ে। বাংলাদেশ হতে ফাদার অজিত কস্তা এই জেনারেল চ্যাপ্টারে উপস্থিত

ছিলেন। এই সাক্ষাতের সময় পোপ মহোদয় তার হাঁটুর সমস্যার কারণে চেয়ারে বসেই তাঁর বাণী প্রদান করেন ও বসা অবস্থায় আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন।

পোপ ফ্রান্সিসের যে গুণটি আমাকে সর্বদাই আকৃষ্ট করেছে তা হলো তাকে দেখলেই মনে হয় তিনি ঈশ্বরের মানুষ এবং প্রার্থনার মানুষ। তিনি দীর্ঘ সময় প্রার্থনায় কাটাতেন। তাঁর কথা ও কার্যক্রম সেই ঈশ্বরের সাথে গভীর সম্পর্ক হতে প্রবাহিত হত। তিনি যে ঈশ্বর নির্ভর মানুষ ছিলেন তা তাঁর লেখায় ও উপদেশে প্রকাশ পেত।

তাঁর দ্বিতীয় দিকটি যা আমাকে মুগ্ধ করেছে তা হলো মানুষের প্রতি ভালোবাসা। বহুবার ভাতিকান, ইতালিয়ান পুলিশ ও আর্ন্তজাতিক নিরাপত্তা বেষ্টনী ত্যাগ করে মানুষের কাছে ছুটে গিয়েছেন। ২০১৩ খ্রিস্টাব্দের ২২ হতে ২৮ জুলাই ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরো শহরে বিশ্ব যুব দিবস অনুষ্ঠিত হয়। ২২ জুলাই রোম হতে দীর্ঘ ১২ ঘন্টা যাত্রার পর ব্রাজিলের সময় বিকেল ৪ টায় পোপ মহোদায় রিও'র আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে অবতরণ করে। বিমানবন্দর হতে প্রেসিডেন্টের প্রাসাদে যাবার পথে পোপ মহোদয় তার জন্য নির্ধারিত সুরক্ষিত ও বিলাসবহুল গাড়ী বাদ দিয়ে সাধারণ সাদা রঙের একটি 'ফিয়াত ইদেয়া' গাড়ী বেছে নেন। পোপের অনুরোধে তার ড্রাইভার নিরাপত্তা বেষ্টনীতে আচ্ছাদিত পথ পরিবর্তন করে সাধারণ পথ বেছে নেয়। পেছনের সিটে বসে গাড়ীর জানালার গ্লাস নামিয়ে পথে দাঁড়িয়ে থাকা হাজার হাজার জনতাকে হাত নেড়ে শুভেচ্ছা জানান পোপ মহোদয়। রোমে বেশ কয়েকবার তিনি তাঁর চশমা পরিবর্তনের জন্য প্রটোকল ভেঙে চশমার দোকানে গিয়েছেন এবং দোকানের কর্মীদের সাথে কুশলাদি বিনিময় করেছেন। আমার এক পুরোহিত বন্ধু মজা করে বলেছিলেন, "অনেকে পোপ ফ্রান্সিসকে একটু পাগল প্রকৃতির বলে আখ্যা দেয়। কারণ সে নিরাপত্তার তোয়াক্কা না করে গরীব, অসুস্থ, প্রতিবন্ধী, শিশুদের কাছে ছুটে যান। আবার প্রায়ই কাগজে লেখা বক্তব্য বা উপদেশ বাদ দিয়ে স্বতস্ফূর্তভাবে কথা বলেন, মানুষের জন্য সময় ব্যয় করতে কার্পণ্য করেন না। এগুলো যদি পাগলামি হয়, তাহলে আমরা এই রকম পাগল পোপই চাই।"

মা-মারীয়ার প্রতি পোপ ফ্রান্সিস-এর ছিল অগাধ ভক্তি। পোপ হিসাবে দায়িত্ব পাবার পরের দিন ২০১৩ খ্রিস্টাব্দের ১৪ মার্চ কোন ঘোষণা ছাড়াই তিনি রোমের মেরী মেজর ব্যাসিলিকাতে যান এবং রোগীদের স্বাস্থ্য মা-মারীয়ার প্রতিচ্ছবির কাছে প্রার্থনা করেন। এরপর যতবারই তিনি ইতালির বাইরে সফরে গিয়েছেন ততবারই ইতালি ত্যাগ করার আগে ও ইতালিতে প্রবেশের পর সেই মা-মারীয়ার কাছে ছুটে গিয়েছেন। তাঁর ইচ্ছায় তাকে সাধু পিতরের ব্যাসিলিকায় নয়, বরং মেরী মেজর ব্যাসিলিকায় সমাহিত করা হবে।

পোপ ফ্রান্সিস ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী মানুষ। আমার এখনও মনে আছে ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে ১৩ মার্চ বৃষ্টিতে ভেজা সন্ধ্যার সেই সাধু পিতরের চত্বরের কথা। পোপ নির্বাচিত হবার পর পোপ ফ্রান্সিস সবার প্রথমে অবসরপ্রাপ্ত পোপ, পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট এর উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করতে বলেন এবং সবাই একসাথে ইতালিয়ান ভাষায় প্রভুর প্রার্থনা, দূতের বন্দনা ও পবিত্র ত্রিত্বের জয় প্রার্থনাটি করেন। পোপীয় আশীর্বাদ প্রদানের পূর্বে তিনি অনুরোধ করেন সবাই যেন নীরবে তার জন্য প্রার্থনা করেন। প্রায় দুই লক্ষ মানুষ তখন পিন পতন নীরতায় গভীর ভক্তি ও বিশ্বাস নিয়ে পোপ মহোদয়ের জন্য প্রার্থনা করেন। এই সময় নব নির্বাচিত পোপ ফ্রান্সিস মাথা নত করে মানুষের প্রার্থনা ও আশীর্বাদ গ্রহণ করেন। এরপর তিনি লাতিন ভাষায় রোম ও বিশ্বের সকল শহর ও মানবজাতির উদ্দেশ্যে তার বিশেষ আশীর্বাদ প্রদান করেন। ঈশ্বর তার এই দয়ালু ও বিনয়ী সেবককে অনন্ত শান্তি দান করুন। আর পোপ ফ্রান্সিস স্বর্গ হতে আমাদের প্রত্যেককে আশীর্বাদ করুন এই কামনা করি।।

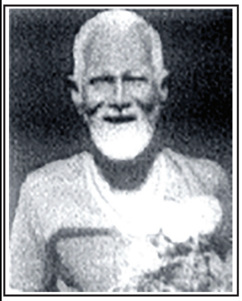

৩৮তম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত পল পালমা

জন্ম : ০২ ডিসেম্বর, ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ

মৃত্যু : ০৩ মে, ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দ

দক্ষিণ ভাদার্তী, তুমিলিয়া মিশন

দেখতে দেখতে ৩৮টি বছর পার হয়ে গেল। যদিও আজ তুমি নেই তবু আমাদের জীবনে তোমার অভাব এখনও প্রকট। প্রার্থনা করি পরম পিতার কাছে তুমি শান্তিতে থেকে আমাদেরকে আশীর্বাদ করবে যেন, তোমার আদর্শ থেকে বিচ্যুত না হই। ঈশ্বর তোমার আত্মাকে অনন্তধামে চিরশান্তি প্রদান করুন।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে

স্ত্রী : ডরথী আর. পালমা

ছেলে-ছেলে বৌ : সুজিত-রত্না, সুধীর-ওয়েন্ডি

মেয়ে-মেয়ে জামাই : পাস্কা-মৃত জেম্স অরুণ, মালতী-জন, রীনা-পরিমল, রীটা-মাইকেল

নাতি-নাতনী : রনা, অংকন, অর্পণ, শাওন, তূরী, বেনডেন, ইলেন, স্তুতি, আর্চি ও এমিলিন পালমা।

বিজ্ঞ/৮৪/২৫

ঢাকা শহরস্থ সাভারবাসী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ
১০৫/৯/এ মনিপুরীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫
রেজিঃ নং- ৪১২, তারিখঃ ২০/০৫/২০১৩ খ্রীস্টাব্দ

তারিখঃ ২৪/০৪/২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

১৪ তম বার্ষিক সাধারণ সভা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা ঢাকা শহরস্থ **সাভারবাসী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ** এর সম্মানিত সকল সদস্য-সদস্যাদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, গত ১৬/০৪/২০২৫ খ্রিস্টাব্দ তারিখে অনুষ্ঠিত ব্যবস্থাপনা কমিটির বিশেষ সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক আগামী **১০ মে, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, শনিবার সন্ধ্যা ৬:০০ ঘটিকায় গ্র্যান্ড মহল রেস্টুরেন্ট থাই চাইনিজ এ্যান্ড পার্টি সেন্টার, ১০৪ আওলাদ হোসেন মার্কেট, উত্তরা ব্যাংক গলি, তেজগাঁও, ঢাকায়** ইউনিয়নের ১৪ তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে।

উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় ইউনিয়নের সকল সদস্য-সদস্যাদের সক্রিয় অংশগ্রাহণ করার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে

বিপুল গিলবার্ট রোজারিও
চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত)
ঢাকা শহরস্থ সাভারবাসী খ্রীষ্টান
কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

জুয়েল পলিনুস ক্রুশ
সেক্রেটারি
ঢাকা শহরস্থ সাভারবাসী খ্রীষ্টান
কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ (১) সমবায় সমিতি আইন-২০০১ এর ৩৭ ধারা এবং সমবায় সমিতি বিধিমালা-২০০৪ এর ৮৮(৩) বিধি মোতাবেক কোন সদস্যের শেয়ার অথবা ঋণ পাওনা বকেয়া থাকলে উহা পরিশোধ না করা পর্যন্ত উক্ত সদস্য বার্ষিক সাধারণ সভায় তার কোন অধিকার প্রয়োগ করতে পারবে না।

বিজ্ঞ/৮৩/২৫

“হ্যাঁ, কথাটি সত্য! প্রভু পুনরুত্থিত হয়েছেন”

দুলেন্দ্র ড্যানিয়েল গমেজ

খ্রিস্ট বিশ্বাসীদের বিশ্বাসের জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও আনন্দের ঘটনা হলো যিশু খ্রিস্টের পুনরুত্থান। খ্রিস্ট যিশুর এই পুনরুত্থান আমাদের জীবনের মূলভিত্তি ও চালিকাশক্তি। কেননা খ্রিস্টধর্মের মূল বিশ্বাস, খ্রিস্টতত্ত্ব কেন্দ্রিক। যিশুখ্রিস্ট আমাদের পরিত্রাণ ও নতুন জীবন দেওয়ার জন্য এই পৃথিবীতে এসেছেন। আমাদের পাপের জন্য তিনি ক্রুশে লজ্জাজনক মৃত্যুবরণ করেছেন। মৃত্যুর পর তৃতীয় দিনে যিশু কবর ছেড়ে উঠে এসে মৃত্যুকে নাশ করেছেন। কারণ মৃত্যু তাঁকে বেঁধে রাখতে পারেনি। তিনি হয়ে উঠলেন মৃত্যুঞ্জয়ী। তিনি আমাদের হয়ে সকল অন্যায়, অন্যায্যতা, দুঃখ-কষ্ট ও পাপময়তাকে জয় করলেন; যাতে করে আমরা আমাদের দেহ, মন ও আত্মাকে রূপান্তরিত করতে পারি।

ইংরেজি “Resurrection” শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ হচ্ছে পুনরুত্থান। “Resurrection” শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ “Resurgere” শব্দ থেকে। যার অর্থ “To rise again” অর্থাৎ ‘পুনরায় জেগে ওঠা বা পুনরায় উত্থান’। সারা পৃথিবীতে একমাত্র খ্রিস্ট যিশুই মৃত্যুর পরে স্বগৌরবে পুনরুত্থান করে স্বশরীরে স্বর্গে আরোহণ করেছেন। আর এই জন্যই “Resurrection” বা পুনরুত্থান বলতে খ্রিস্টের পুনরুত্থানকেই বোঝায়।

পুনরুত্থানের প্রস্তুতিকালে খ্রিস্টযাগের উপদেশে একজন যাজক একটি গল্প সহভাগিতা করেছিলেন। গল্পটি হলো এরকম: কোনো গ্রামে এক গরীব কাঠুরিয়া ছিল, যে বনে গিয়ে কাঠ সংগ্রহ করত এবং তা বাজারে বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করত। তার একমাত্র সম্বল ছিল একটি কুড়াল। কিন্তু সেই গ্রামের বনে যখন আর কাঠ সংগ্রহের মত গাছ রইল না, তখন সে কাজের সন্ধানে এক দূর দেশে গেল। সেই দেশের রাজা খুব দয়ালু ছিল জেনে তার কাছে একটি কাজ চাইল। রাজা যখন দেখলেন যে এই কাঠুরিয়া গাছ কাটা ছাড়া অন্য কোন কাজ জানে না, তখন তাকে তার রাজ্যে একটি বনে কাজ দিলেন। রাজা বললেন, সে যে পরিমাণ গাছ কাটবে সেই অনুপাতে প্রতিদিন তাকে মজুরি দেয়া হবে। কাঠুরিয়া মহানন্দে রাজার সেই বনে গিয়ে গাছ কাটতে শুরু করল। প্রথমদিন সে ২০ টি গাছ কেটে সেই অনুপাতে মজুরি পেল। পরের দিন সে আরও বেশী উদ্যমী হয়ে কাজে নামল, কিন্তু দিন শেষে সে ১৫ টি গাছ কাটতে সক্ষম হলো। তৃতীয় দিন সে কাটল মাত্র ১০ টি গাছ এবং এর পরের দিন আরো বেশি পরিশ্রম করেও সে ৮ টির বেশি গাছ কাটতে পারল না। পঞ্চম দিন সে মাত্র ৫ টি গাছ কেটে যখন রাজার কাছে থেকে মজুরি নিতে গেল তখন রাজা বললেন, “আচ্ছা কী ব্যাপার, দিনে দিনে তোমার কাজের তো উন্নতি হওয়ার কথা কিন্তু সেখানে দেখি অবনতি হচ্ছে।” কাঠুরিয়া তখন মনের দুঃখে বলল, “মহারাজ কী করব বলুন, আমি সর্বশক্তি দিয়েও এখন আগের মত গাছ কাটতে পারছি না, অথচ আমার এই কাজে কোন অবহেলা নেই।” রাজা একটু হেসে প্রশ্ন করলেন, “আচ্ছা বলো দেখি, তুমি শেষ কবে তোমার কুড়ালটি শাণ দিয়ে ধার করেছ? তুমি কী জান না যে, প্রতিদিন কাজের পর এই কুড়ালের ধার কমে যায় এবং তা ধারালো রাখতে হলে ধার করিয়ে নিতে হয়?” কাঠুরিয়া উত্তর দিল, “মহারাজ এই কুড়াল ধার করার সময় তো আমার নেই। তা ধারালো করতে গিয়ে তো সময়ের অপচয় হবে।” রাজা হেসে উত্তর দিলেন, “এটিই হলো তোমার বড় ভুল। কুড়াল ধারালো করতে সময়ের অপচয় নয় বরং সময়ের সদ্ব্যবহার করা তথা সেই কুড়ালের এবং তোমার কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

বর্তমান বাস্তবতা আমাদের মনোভাব এই কাঠুরিয়ার চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। আমরা জাগতিকতা নিয়ে এতই ব্যস্ত যে আমরা নিজের আত্মা, ঈশ্বর প্রদত্ত প্রতিভা, কর্মক্ষমতা অর্থাৎ কুড়ালটাকে ধারালো করার এমনকি যত্ন নেওয়ার জন্য সময় পাই না। তাহলে আমরা সেই বোকা কাঠুরিয়া ছাড়া আর কি? তপস্যাকাল আমাদের সাহায্য করে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে, নিজের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশ করতে, সর্বোপরি আত্মাকে নবায়ন করতে। জীবনের এই গতিশীলতার পথে তপস্যাকাল আমাদের সাহায্য করে একটু থামতে, নিরবতা, প্রার্থনা ও উপবাস করার মাধ্যমে আত্মাকে সজীব ও সতেজ করে তুলতে। আর এরই মাধ্যমে আমরা আমাদের জীবনে খ্রিস্টের পুনরুত্থানের স্বাদ লাভ করতে পারি।

খ্রিস্ট যিশুর পুনরুত্থান কোনো ভিত্তিহীন ঘটনা নয়। কারণ খ্রিস্টের গৌরবময় পুনরুত্থান হলো পৃথিবীর এক অনন্য, চিরন্তন সত্য ও ঐতিহাসিক ঘটনা। যিশুর জীবনের ঘটনা, তাঁর প্রচার ও অলৌকিক কর্ম, তাঁর জীবন-যাত্রা, মৃত্যু ও পুনরুত্থান আমাদের বিশ্বাসকে সুনিশ্চিত করেছে। আমরা খ্রিস্ট বিশ্বাসীগণ মৃত্যুতে নয় পুনরুত্থানে বিশ্বাসী। আমাদের এই জীবনের উৎস ও ভিত্তি হলো যিশুর পুনরুত্থান। আবার পুনরুত্থানের মূল ভিত্তি হলো বিশ্বাস। আমরা সত্যিই বিশ্বাস করি যে খ্রিস্ট পুনরুত্থিত হয়েছেন। আর আমরা এই পুনরুত্থানের স্পষ্ট প্রমাণ পেয়ে থাকি পবিত্র বাইবেলের পুরাতন ও নতুন নিয়মে। যেহেতু শাস্ত্রবাণী খণ্ডন করা যায় না তাহলে আমাদের বিশ্বাসও অখণ্ডন ও সুদৃঢ়।

পবিত্র বাইবেলের পুরাতন নিয়মে পুনরুত্থান সম্পর্কে তেমন বেশি কিছু পাওয়া না গেলেও শরীরের পুনরুত্থানের বিষয়ে প্রবক্তা দানিয়েল ও ইসাইয়ার গ্রন্থে এমনকি সামসঙ্গীতেও উল্লেখ রয়েছে। প্রবক্তা দানিয়েলের গ্রন্থে আছে, “ধূলার দেশে যারা নিদ্রিত, তাদের মধ্যে অনেকেই আবার জেগে উঠবে”..... *(দানিয়েল ১২:২)* প্রবক্তা ইসাইয়া বলেছেন, “কিন্তু তোমরা মৃতজনেরা পুনরুজ্জীবিত হবে.... তাদের মৃত দেহ পুনরুত্থিত হবে *(ইসাইয়া ২৬:১৯)*।” অন্যদিকে সামসঙ্গীতে বলা হয়েছে, “অবশ্যই পরমেশ্বর তোমার প্রাণকে মুক্তি দেবেন। হ্যাঁ, তিনি নিজেই পাতালের হাত থেকে আমাকে তুলে আনবেন *(সাম ৪৯:১৬)*।” প্রভু যিশুর পুনরুত্থানের গুরুত্ব সম্পর্কে আরেকটি প্রাবক্তিক উক্তি- “এই তো সেই দিন, ভগবানের বিরচিত সেই দিন, এই দিনে এসো আনন্দ করি এসো উল্লাস করি *(সাম ১১৮:২৪)*।” তাহলে পুরাতন নিয়মে প্রবক্তাগণের বাণী ও সামসঙ্গীত লেখকগণের ভাষায় পুনরুত্থান লাভের কথা স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। পবিত্র বাইবেলের পুরাতন নিয়মে পুনরুত্থানের বিবরণ নতুন নিয়মের লেখকগণ তা খ্রিস্টের পুনরত্থানের প্রমাণ দিয়ে আরো দৃঢ় ও বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করেছেন। পবিত্র বাইবেলে নতুন নিয়মে ছয়টি স্থানে প্রভু যিশুর পুনরুত্থানের বিবরণ পাওয়া যায়: চারটি মঙ্গলসমাচার ছাড়াও শিষ্যচরিতে *(১:৩;১০:৪১)* এবং সাধু পলের পত্রগুলোতে গুরুত্বপূর্ণভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

সাধু মথি লিখিত মঙ্গলসমাচারে যিশুর পুনরুত্থান:

সাধু মথি যিশুর পুনরুত্থানকে দেখিয়েছেন মানব ইতিহাসে নব অধ্যায়ের সূচনারূপে। এই মঙ্গলসমাচারে ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। একমাত্র মথি লিখিত মঙ্গলসমাচারে যিশুর মৃত্যু ও সমাধিদানের পর তাঁর সমাধিতে পাথর, সিলমোহর ও প্রহরী মোতায়নের কথা উল্লেখ রয়েছে *(মথি ২৭:৬৬)*। কারণ যিশু নিজেই বলেছেন, “তিনদিন পর আমি পুনরুত্থান করব *(মথি ২৭:৬৩)*।” অন্যদিকে রবিবার দিন ভোরে মাগদালার মারীয়া ও অন্য মারীয়া যিশুর সমাধিস্থানে এসে এক স্বর্গদূতের দর্শন পান। এই স্বর্গদূতই তাদের অভয় দিয়ে বলেন, “তিনি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত

হয়েছেন *(মথি ২৮:৭)*।" আর এ আনন্দ সংবাদ যিশুর শিষ্যদের জানাতে যাবার সময়, পথেই স্বয়ং পুনরুত্থিত যিশুকে তারা দেখতে পান।

সাধু মার্ক রচিত মঙ্গলসমাচারে যিশুর পুনরুত্থান:

সাধু মার্ক তার মঙ্গলসমাচারে নারীদের বিশেষ গুরুত্ব ও ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন। এই মঙ্গলসমাচারে তিনটি পর্যায়ে নারীদের ভূমিকা তুলে ধরা হয়েছে। ক্রুশের নিচে নারীগণ *(মার্ক ১৫:৪০-৪১)*; সমাধিক্ষেত্রে নারীগণ *(মার্ক ১৫:৪২-৪৭)*; শূন্য সমাধি ও স্বর্গদূতদের দর্শন লাভ *(মার্ক ১৬:১৮)*। মাগদালার মারীয়া যখন যিশুর দর্শনদানের কথা শিষ্যদের বললেন তারা তা বিশ্বাস করেন নি। তাই যিশু এবার এগারো জনকে দেখা দিলেন এবং তাদের অবিশ্বাসের জন্য তিরস্কার করলেন। যিশু তাদের বললেন, "তোমরা জগতের সর্বত্রই যাও, বিশ্ব সৃষ্টির কাছে ঘোষণা কর মঙ্গলসমাচার।" সাধু মার্ক তার মঙ্গলসমাচারে দেখিয়েছেন খ্রিস্ট যিশুর পুনরুত্থানের সাক্ষী ও দর্শনলাভে নারীদের ভূমিকা, প্রথমে শিষ্যদের অবিশ্বাস এবং পরে স্বচক্ষে পুনরুত্থিত যিশুকে দেখে বিশ্বাস স্থাপন। আর এইভাবে তিনি মঙ্গলসমাচারে যিশুর পুনরুত্থান ফুটিয়ে তুলেছেন।

সাধু লুক লিখিত মঙ্গলসমাচারে যিশুর পুনরুত্থান:

সাধু লুক তার মঙ্গলসমাচারে যিশু খ্রিস্টের পুনরুত্থানের বিবরণ তুলে ধরেছেন চারটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে। প্রথমত, সমাধিতে নারীগণ *(লুক ২৪:১-১১)*; দ্বিতীয়ত, শূন্য সমাধিতে পিতর *(লুক ২৪:১২)*; তৃতীয়ত, এম্মাউসের পথে দুজন শিষ্যকে দর্শনদান *(লুক ২৪:১৩-৩৫)* এবং সমবেত এগারোজন শিষ্যের কাছে যিশুর দর্শনদান *(লুক ২৪:৩৬-৪৩)*। তিনি তাঁর এই মঙ্গলসমাচারে শিষ্যদের অবিশ্বাস থেকে পুনরুত্থিত যিশুর দর্শন দানের মাধ্যমে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপনের ঘটনাগুলি ধাপে ধাপে তুলে ধরেছেন।

পুনরুত্থিত যিশু: যিশুকে কেন্দ্র করে শিষ্যদের মনে উজ্জ্বল প্রত্যাশা জেগে উঠেছিল। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর ফলে তারা শোকার্ত ও নিরাশ হয়ে পড়েছিল। দুজন শিষ্য যখন জেরুসালেম থেকে বারো কিলোমিটার দূরে এম্মাউস নামে একটি গ্রামে যাচ্ছিলেন এমন সময়ে পুনরুত্থিত যিশু নিজেই হঠাৎ পেছন থেকে এসে তাদের সঙ্গে পথ চলতে লাগলেন। তবে তাদের চোখ তাঁকে চিনতে পারল না। কিন্তু সন্ধ্যার সময় যিশু যখন সেই দুজন শিষ্যের সাথে খেতে বসে রুটি হাতে নিয়ে পরমেশ্বরকে স্তুতি ধন্যবাদ জানালেন এবং রুটিখানি ছিঁড়ে টুকরো করে তাদের হাতে দিলেন। তখন তাদের দৃষ্টি যেন খুলে গেল, তারা এতক্ষণে তাঁকে চিনতে পারলেন। তারা জেরুসালেমে ফিরে এসে যিশুর সেই এগারোজন প্রেরিতদূত ও তাদের সঙ্গীদের বললেন, "হ্যাঁ, কথাটি সত্য! প্রভু পুনরুত্থিত হয়েছেন" *(লুক ২৪:৩৪)*।

যিশুর পুনরুত্থানের পর শিষ্যদের মধ্যে বিশ্বাসের ঘাটতি বা অভাবটা দেখা দেয়, যার ফলে তারা তাঁকে চিনতে পারে নি। অনেক সময় আমাদেরও বিশ্বাসের ঘাটতি দেখা দেয়। আমরা জাগতিক কামনা-বাসনায় ও মোহতে এমনভাবে ডুবে থাকি যে আমরা পার্থিব অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সুখ ছাড়া কিছুই বুঝি না। আমাদের অন্তরদৃষ্টি তখন বন্ধ হয়ে যায়। আমরা অন্ধত্বের স্বাদ গ্রহণ করি। এর ফলে আমরা ঈশ্বর হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি। আর তখনই আমাদের জীবনে শুরু হয় ছন্দপতন। আমরা শুকিয়ে যাই। আর এর জন্য প্রয়োজন আমাদের বিশ্বাসকে নবায়ন করা। একজন খ্রিস্ট বিশ্বাসীরূপে আমাদের বিশ্বাসের ভিত্তিই হলো যিশুর পুনরুত্থান। তাই আমরা যখন পুনরুত্থিত যিশুর সঙ্গে যুক্ত থাকি তখন আমরা শক্তিশালী হয়ে উঠি। আমরা নবদৃষ্টি লাভ করি।

সাধু যোহন লিখিত মঙ্গলসমাচারে যিশুর পুনরুত্থান: সাধু যোহনের মঙ্গলসমাচারে, যিশু স্পষ্টভাবে বলেছেন, "আমিই পুনরুত্থান, আমিই জীবন *(যোহন ১১:২৫)*।" অন্যদিকে সাধু যোহন উল্লেখ করেছেন যে, খ্রিস্টযিশু পুনরুত্থানের পর রবিবার দিন সকালে মাগদালার মারীয়াকে দেখা দিলেন *(যোহন ২০: ১-১৮)*। যিশুর পুনরুত্থানের পরে শিষ্যরা একটি ঘরে সমবেতভাবে জীবনযাপন করতেন। তাঁরা ধ্যান-প্রার্থনায় সময় কাটাতেন। হঠাৎ একদিন দরজা বন্ধ ঘরে যিশু এসে তাদের বললেন,"তোমাদের শান্তি হোক" *(যোহন ২০:১৯)*। এভাবে তাদের তিনি শান্তির আশীষ বর্ষণ করেন। কিন্তু সেদিন বারো জনের অন্যতম টমাস তিনি তখন তাদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন না। "আর অবিশ্বাসী হয়ে থেকো না, বিশ্বাসী হও!" টমাস তখন পুনরুত্থিত যিশুকে বলে উঠলেন, "প্রভু আমার! ঈশ্বর আমার!" *(যোহন ২০:২৭-২৮)*।

খ্রিস্ট যিশুকে শুধু বিশ্বাসের চোখ দিয়েই সত্যিকার ভাবে চেনা যায়। তাহলে আমি আপনি কতটুকু বিশ্বাস করি যে খ্রিস্ট পুনরুত্থান করেছেন? আমরা কি না দেখে যিশুকে বলতে পারব না যে, "প্রভু আমার, ঈশ্বর আমার!" অবশ্যই পারব কারণ যিশু প্রতিদিন আমাদের কাছে আসেন। আমাদেরকে স্পর্শ করতে বলেন। যিশু নাম ধরে আমাদের বলেন, আর অবিশ্বাসী থেকো না বিশ্বাসী হও। কিন্তু আমরা জগৎবাসী ধন-সম্পদ, মান-সম্মান অর্থাৎ জাগতিক সুখ নিয়ে খুবই ব্যস্ত। আমরা প্রমাণ ছাড়া এখন কিছুই বিশ্বাস করি না। তাই যিশু আমাদেরকে বলছেন, "যারা না দেখেও বিশ্বাস করে ধন্য তারা" *(যোহন ২০:২৯)*। খ্রিস্ট যিশুর পুনরুত্থান আমাদের বিশ্বাসকে সুগভীর ও সুদৃঢ় করে আমাদের দৃষ্টি খুলে দেয়।

পুনরুত্থানের শক্তি হচ্ছে পুনরুত্থিত খ্রিস্টের আলোয় আলোকিত হয়ে নতুন মানুষে রূপান্তরিত হওয়া এবং অন্তর-আত্মায় পরিমার্জিত হওয়া। কেননা যিশু হচ্ছেন সেই খ্রিস্ট যিনি ছিলেন, যিনি আছেন; তিনিই আদি এবং অন্ত; তিনিই সূচনা ও সমাপ্তি। তাঁরই উপর বিশ্বাসের গুণে তিনি আমাদের রক্ষা ও পালন করেন। আর এর ফলে আমাদের বিশ্বাস কখনও পুরাতন হয় না এবং মৃত্যুকে ভয় করি না। কারণ যিশুর পুনরুত্থান উৎসব হলো মৃত্যুকে জয় করে নব জীবন লাভ করার উৎসব। একমাত্র বিশ্বাসের গুণেই বলতে পারি যে, খ্রিস্ট পুনরুত্থান করেছেন।

খ্রিস্টের পুনরুত্থানই আমাদের নব জীবন। খ্রিস্ট জীবিত আছেন বলেই আমরা জীবন পাই। আর আমরা বিশ্বাস করি খ্রিস্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের মধ্য দিয়েই জগতের পরিত্রাণ সাধিত হয়েছে। পুনরুত্থানের প্রাচীনতম সাক্ষী হচ্ছেন সাধু পল। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর বিবরণই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বিশ্বাসের ভিত্তি ও পরিত্রাণের উৎস সুদৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে বলেছেন, "খ্রিস্ট যদি পুনরুত্থিত না-ই হয়ে থাকেন, তাহলে আমাদের বাণী প্রচারও অর্থহীন, তোমাদের বিশ্বাসও অর্থহীন *(১ করি; ১৫:১৪)*।"

খ্রিস্ট যিশুর পুনরুত্থানে বিশ্বাসের ফলেই আমরা খ্রিস্টান। খ্রিস্ট যে পুনরুত্থিত হয়েছেন তার বড় প্রমাণ হলো বিশ্বাসীভক্তের খ্রিস্টীয় আচরণ ও জীবন-যাপন। কেননা শান্তি-আনন্দে জীবন যাপন করাই আমাদের পুনরুত্থান। পবিত্র বাইবেলে রয়েছে "তোমরা যখন খ্রিস্টের সঙ্গে পুনরুত্থিত হয়েছ, তখন তোমরা সেই সব কিছু পেতে চেষ্টা কর যা রয়েছে উর্ধ্বলোকে। তোমাদের মনটা সর্বদাই ভরে থাকুক ওই উর্ধ্বলোকের চিন্তায়। যা কিছু এই মর্ত্যলোকের, তার চিন্তায় নয় *(কলসীয় ৩:১)*।" যখন আমরা আমাদের জীবনদাতা ও ত্রাণদাতা যিশুর সঙ্গে যুক্ত থাকি তখন আমরা জাগতিক সকল মন্দ প্রলোভন জয় করতে পারি। আমরা হয়ে উঠি জীবন্ত ও সতেজ। তাই পুনরুত্থান উৎসব আমাদের জেগে উঠতে সাহায্য করে। কারণ খ্রিস্টীয় জীবন নেতিয়ে পড়া, ঝিমিয়ে পড়া জীবন নয়। তাই যিশুখ্রিস্টের এই পুনরুত্থান উৎসবে আমাদের কামনা হোক মৃত্যুঞ্জয়ী খ্রিস্টের সাথে "কবর থেকে উঠে" পুনরুত্থিত জীবন শুরু করা।

যিশুকে বাদ দিয়ে আমরা আমাদের বিষয়ে চিন্তা করতে পারি না। কারণ খ্রিস্ট যিশুই হলো আমাদের বিশ্বাসের ভিত্তি। আমরা এই বিশ্বাসের দৃঢ়তায় আমাদের জীবন দিয়ে যেন বলতে পারি "হ্যাঁ, কথাটি সত্য! প্রভু পুনরুত্থিত হয়েছেন"।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:

১. মঙ্গলবার্তা বাইবেল- খ্রীষ্টিয়াঁ মিংডো. ইস. জে.

২. সাপ্তাহিক প্রতিবেশি সংখ্যা:১৩ ও ১৫-২০১৭,২০১৯

৩. উপদেশসমূহ ২০২১,২০২২

জুবিলী বর্ষ: খ্রিস্টীয় জীবন নবায়নে আশার তীর্থযাত্রী মণ্ডলী

ফাদার ইনবার্ট কোমল খান

পূর্বকথা: জুবিলীর ঐতিহ্য কাথলিক মণ্ডলীতে প্রায় ১৩০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে। পবিত্র বাইবেল অনুসারে *(লেবীয় ২৫:৮-২৪)* অবশ্য ঈশ্বরের নির্দেশে মনোনীত জাতি জুবিলী পালনের বিধান মেনে আসছে প্রাচীনকাল থেকেই। মূলত, জুবিলী-বছরগুলি ঋণ বাতিল, গৃহহীনদের জমি পুনর্বণ্টন, সামগ্রিক বিশ্রাম ও পুনর্নবীকরণের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। খ্রিস্টের জন্মকে কেন্দ্র করে কাথলিক মণ্ডলীতে বর্তমানে প্রতি ২৫ বছর অন্তর এই জুবিলী উদ্‌যাপন করা হয়, যা কাথলিকদের আগামীর জন্য আধ্যাত্মিক নির্দেশনা প্রদান করে এবং 'ঈশ্বরের সাথে, একে অপরের সাথে এবং সমস্ত সৃষ্টির সাথে একটি সঠিক সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের' সুযোগ প্রদান করে। সেই ধারাবাহিকতায় ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে পালিত হচ্ছে আরেকটি জুবিলী বছর, যা ২৪ ডিসেম্বর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে মধ্যরাত্রির খ্রিস্টযাগে সাধু পিতরের মহামন্দিরের পুণ্যদ্বার খুলে দেওয়ার মধ্য দিয়ে উদ্বোধন করা হয়। আশা ব্যক্ত করা হয় যে, এই পুণ্যদ্বার দিয়ে প্রবেশ করে বিশ্বাসীভক্ত পাপের ক্ষমা লাভ করে মুক্তি পাবে। জুবিলীর এই বর্ষকাল ২০২৬ খ্রিস্টাব্দের ৬ জানুয়ারি যিশুর আত্ম-প্রকাশ পর্বে উক্ত পুণ্যদ্বার বন্ধ করার মাধ্যমে সমাপ্ত হবে।

অবতারনিকা: জুবিলী বর্ষের স্পিরিট হলো এর মুলসুরঃ "আশার তীর্থযাত্রী", যা পোপ ফ্রান্সিস ২০২২ খ্রিস্টাব্দে ফেব্রুয়ারিতে ঘোষণা করেছিলেন। সময়টি ছিল কোভিড-১৯ মহামারি কর্তৃক প্রসূত হতাশা-নিরাশার যন্ত্রণাদায়ী তরতাজা মুহূর্ত। পোপ এই জয়ন্তী বর্ষকে বিশ্বজুড়ে আশা এবং বিশ্বাস পুণর্গঠনের সময় হিসেবে দেখতে চেয়েছেন। খ্রিস্টীয় আধ্যাত্মিকতার গভীরে প্রোথিত এই থিমটি আশাকে একটি ঐশ্বরিক দান হিসেবে মনেপ্রাণে ও জীবনে গ্রহণ করার আহ্বান জানায় যা আমাদের জীবনের যাত্রাকে আলোকিত করে, বিশেষ করে পরীক্ষা এবং অনিশ্চয়তার সময়ে।

খ্রিস্ট-বিশ্বাসীগণ হলো আশার তীর্থযাত্রী। এই যাত্রা আমাদের খ্রিস্টীয় জীবন তথা আমাদের 'বিশ্বাস'কে পুনঃপ্রজ্বলিত করতে, খ্রিস্টের আশাপূর্ণ বাণীকে সহভাগিতা এবং সেবা, সহমর্মিতা ও ন্যায্যতা বা ন্যায়ধর্ম-এর প্রতি আমাদের নিবেদন (commitment)-কে নবায়ন করতে আহ্বান করে। আমাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে, 'আশা' অক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় (passive) বা বিধেয় নয়; এটি বিশ্বস্ততা ও সাহসিকতার সাথে কাজ করার জন্য একটি সক্রিয় গুণ। আশার তীর্থযাত্রী হিসাবে মণ্ডলী তথা আমাদের নেতৃত্বে মঙ্গলসমাচারের মূল্যবোধের নিরিখে সত্য, প্রেম, ও সমন্বয়-এর উপর গভীর অনুধ্যান ভবিষ্যৎ খ্রিস্ট-সমাজ গঠনে মানবিক মর্যাদাকে সুনিশ্চিত করবে। এমন এক ধর্ম সমাজ গড়ে উঠবে যেখানে কেউ অবহেলিত থাকবে না।

ক। পোপ মহোদয় এবং "আশা" নিয়ে কথা

গ্রীক দর্শন মতে 'আশা'র দুটি দিক: আশা ভবিষ্যতের জন্য একটি প্রত্যাশা এবং ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হতে পারে এমন ভয়। এটি এমন একটি প্রতিশ্রুতি যা কখনও পূরণ নাও হতে পারে। বলা হয় অ্যারিস্টটল আশাকে "একজন জাগ্রত মানুষের স্বপ্ন the dream of a waking man" হিসাবে বর্ণনা করেছেন। দার্শনিক নিটশে (Nietzsche) বলেন যে "আশা হলো দুর্বল মানুষের গুণ।" বলা যায়, দার্শনিকগণ আশাকে মূলতঃ নেতিবাচক হিসাবেই দেখেছেন। পক্ষান্তরে, খ্রিস্ট-বিশ্বাস বলছে যে, জীবন রূপান্তরের মৌলিক প্রেরণাদায়ী গুণ হলো আশা। পোপ ফ্রান্সিস 'আশা'কে খ্রিস্টীয় জীবনের "সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম, কিন্তু সবচেয়ে শক্তিশালী গুণ" হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি আরও বলেন, "আমাদের 'আশা'র একটি মুখ আছে: পুনরুত্থিত প্রভুর মুখ, যিনি 'স্বপরাক্রমে ও মহাগৌরবে আসেন' *(মার্ক ১৩:২৬)*।" অতএব, আশা কেবল একটি ধারণা বা অনুভূতি নয় এটি একটি ব্যক্তি, যেমন সাধু ফ্রান্সিস পরমেশ্বরের প্রশংসায় প্রকাশ করেছেন: "তুমিই আমাদের আশা"। যারা তাঁর উপর আশা রাখে, প্রভু তাদের কখনও পরিত্যাগ করবেন না *(ঈভ. সাম ৩৩,২৩)*।

আশা একটি লুকানো, দৃঢ় এবং ধৈর্যশীল সদগুণ। পোপ মহোদয় আশাকে তিনটি ঐশতাত্ত্বিক গুণের মধ্যে সবচেয়ে 'বিনয়ী' হিসেবে বর্ণনা করেছেন, যা প্রায়শই লুকানো থাকে। তিনি ব্যাখ্যা করে বলেন যে, আশা একটি ঝুঁকিপূর্ণ সদগুণ যা কিনা "ব্যাকুল প্রত্যাশা নিয়ে ঈশ্বর-সন্তানদের [গৌরব] প্রকাশের জন্য প্রতীক্ষায় রয়েছে" *(রোমীয় ৮:১৯)*। আশা কোনও মায়া নয়, বরং একটি বাস্তব এবং দৈনন্দিন সদ্‌গুণ। এটি খ্রিস্টের সাথে আমাদের ঘনিষ্ঠ সাক্ষাতের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়: খ্রিস্টযাগে, প্রার্থনায়, সুসমাচারে, দরিদ্রদের মাঝে ও মণ্ডলীর জীবনে। এই সাক্ষাত আমাদের তাঁর সাথে চূড়ান্ত সাক্ষাতের পথে ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়ে যায় (পোপ ফ্রান্সিস, Homily at Santa Marta, ২৩ অক্টোবর ২০১৮)। পোপ মহোদয় আশাকে তাই একটি সরষে বীজের সাথের তুলনা করেন। তিনি বলেন যে, 'আশা'র ধৈর্যের প্রয়োজন, ঠিক যেমন একটি সরিষার বীজ গজানোর জন্য ধৈর্যের প্রয়োজন। এই গুণের শিক্ষায় বুঝি যে, আমরা যখন বীজ বপন করি, তখন ঈশ্বরই এর বৃদ্ধি দান করেন (Homily at Santa Marta, ২৯ অক্টোবর ২০১৯)। 'আশা' নিষ্ক্রিয় আশাবাদ নয়; এটি একটি লড়াকু গুণ যা একটি নিশ্চিত লক্ষ্যের দিকে ধাবমান অনুসরণকারীদের বিশ্বাসের দৃঢ়তা দ্বারা চালিত হয় (অ্যাঞ্জেলাস, ৬ সেপ্টেম্বর ২০১৫)।

মঙ্গলসমাচারে বর্ণিত সরিষা বীজের উপমাকাহিনী *(মথি ১৩:৩১-৩২)*র সাথে তুলনীয় 'আশা' খ্রিস্টীয় জীবনে ঐশ্বরাজ্যের অবস্থানকে বাস্তব করে তোলে ধীরে ধীরে। আমাদের খ্রিস্টীয় আহ্বান হলো আশার তীর্থযাত্রী হিসাবে জগতের মাঝে পথ চলা। এই পথচলায় বিশ্বাস আমাদের প্রাণশক্তি। কারণ যে কোন পথ চলায় আশা ও বিশ্বাস হাতে হাত ধরে চলে।

পোপ ফ্রান্সিস লেখেন:

"আমাদেরকে যে আশার শিখা দেওয়া হয়েছে তা আমাদের অবশ্যই প্রজ্বলিত করতে হবে এবং উন্মুক্ত মনোভাব, বিশ্বাসী হৃদয় এবং দূরদর্শী দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে সকলকে নতুন শক্তি এবং নিশ্চিয়তা অর্জনে সাহায্য করতে হবে। আসন্ন জুবিলী আশা ও বিশ্বাসের পরিবেশ পুনরুদ্ধারে ব্যাপক অবদান রাখতে পারে, যা আমরা নবায়ন এবং পুনর্জন্মের সূচনা হিসেবে সর্বান্তকরণে কামনা করি; সেই কারণেই আমি জুবিলীর মূলমন্ত্র হিসেবে "আশার তীর্থযাত্রী" বেছে নিয়েছি। এটি বাস্তব হয়ে উঠবে যদি আমরা সর্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধ পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হই এবং লক্ষ লক্ষ পুরুষ, মহিলা, যুবক এবং শিশুদের আমাদের মানবিক মর্যাদার যোগ্য জীবনযাপন থেকে বিরত রাখে এমন ব্যাপক দারিদ্র্যের ট্র্যাজেডির প্রতি চোখ বন্ধ না করি।"

(পোপ ফ্রান্সিসের পত্র মুন্সিনিওর রিনো

ফিসিচেলা-এর কাছে, রোম, সেন্ট জন ল্যাটেরান, ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২২, লর্ডসের ধন্য কুমারী মেরির স্মরণ দিবস)।

"আশার তীর্থযাত্রী" প্রতিপাদ্যটি আমাদের সামাজিক বিভাজন অতিক্রম করে আমাদের বিভাজিত মানবতাকে স্বীকৃতি দেওয়ার চ্যালেঞ্জ জানায়। এটি ব্যক্তি এবং একটি ধর্মীয় সম্প্রদায় হিসাবে, আমরা কীভাবে শান্তির পক্ষে কথা বলতে পারি এবং অভিবাসী, গৃহহীন এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর চাহিদা পূরণ করতে পারি তা প্রতিফলিত করার আহ্বান জানায়। পোপ ফ্রান্সিস, তাঁর Spes non confundit (৬ মে ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ) নামক লেখায় জোর দিয়ে বলেছেন যে, আশা এবং বিশ্বাস অবিচ্ছেদ্য। আশার থিমটি জুবিলী উদ্‌যাপনের কেন্দ্রবিন্দু। তাই পোপ মহোদয় সকলের প্রতি এই বছরটিকে নতুন করে আশার অনুভূতি দিয়ে আলিঙ্গন করার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি লিখেছেন: আমরা বরং যে আশায় রক্ষা পেয়েছি তার গুণে যে সময় অতিবাহিত হচ্ছে তার দিকে তাকিয়ে, নিশ্চিত যে মানবতার এবং আমাদের প্রত্যেকের ইতিহাস কোনও অন্ধ স্থান বা অন্ধকারের অতল গহ্বরের দিকে ছুটে চলছে না, বরং মহিমান্বিত প্রভুর সাথে সাক্ষাতের দিকে পরিচালিত হচ্ছে... (Spes non confundit, n. 19-20)। এই শক্তিশালী বার্তাটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে খ্রিস্টীয় জীবন নবায়নে আশা কোন অস্পষ্ট ইচ্ছা নয় বরং খ্রিস্টের পুনরুত্থানের উপর ভিত্তি করে একটি দৃঢ় প্রত্যাশা।

পোপ ফ্রান্সিস উল্লেখ করেছেন যে, এই জয়ন্তী হলো আশার তীর্থযাত্রী হওয়ার আহ্বান; যুদ্ধ, সংকট ও অনিশ্চয়তায় ভরা এই পৃথিবীতে, মণ্ডলীকে আশার সুনির্দিষ্ট লক্ষণ/ আলো প্রদানের জন্য আহ্বান করা হয়েছে। তিনি বিশ্বাসীদের শান্তি-প্রতিষ্ঠায় মনোযোগ দিতে, প্রান্তিক মানুষদের যত্ন নিতে যুবক, বৃদ্ধ, অসুস্থ, দরিদ্র এবং অভিবাসীসহ সকলের প্রতি সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় কাজ করতে উৎসাহিত করেন। সর্বোপরি, এই তীর্থযাত্রার বছর জুড়ে, আমরা ঈশ্বরের সাথে আমাদের সংযোগ ও সম্পর্ককে পুনর্নবীকরণ করতে ও তাঁর মধ্যে প্রকৃত জীবনের উৎস খুঁজে পেতে আমন্ত্রিত।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি পোপের মতে, আশা কেবল আশাবাদ নয়; এটি একটি নিশ্চিত বিশ্বাস যে, ঈশ্বরের প্রেম কখনও আমাদের পরিত্যাগ করবে না। যেমন তিনি লিখেছেন, "আশা হলো আত্মার নোঙর" (Spes non confundit, n. 3)। প্রায়শই বিভক্তির দ্বারা চিহ্নিত এই পৃথিবীতে, খ্রিস্টীয় আশা হতাশার প্রতিষেধক। ঈশ্বরের প্রেম আমাদের জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ পরিচালিত করবে এমন আশায় ও বিশ্বাসে এগিয়ে যাওয়ার আমন্ত্রণ।

আশার তীর্থযাত্রীদের জন্য, জয়ন্তী বছর ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত জীবনে রূপান্তরের সুযোগ প্রদান করে। এই যাত্রা স্বয়ং - শারীরিক এবং আধ্যাত্মিক উভয়ভাবেই- মিলন এবং পুনর্নবীকরণের খ্রিস্টীয় আহ্বানের একটি শক্তিশালী প্রতীক। পোপ ফ্রান্সিস যেমন তুলে ধরেছেন, ঈশ্বরের দিকে যাত্রা কেবল মহাকালের মধ্য দিয়ে যাত্রার গতিবিধি-ই নয় বরং হৃদয়ের রূপান্তর। "যখন আমরা স্থানান্তরিত হই," তিনি লেখেন, "আমরা কেবল একটি স্থান পরিবর্তন করি না; আমরা নিজেদেরকে রূপান্তরিত করি" (www.iubilaeum2025.va)।পরিবর্তন/ রূপান্তরের এই আহ্বান Porta Santa প্রতীকে স্পষ্ট পবিত্র দরজা, যা অনুগ্রহ এবং রূপান্তরিত একটি নবজীবনের জন্য উন্মুক্ত হয়।

'জয়ন্তী' পুনর্মিলনের জন্যও একটি মুহূর্ত, ঈশ্বরের করুণা এবং আমাদের প্রতি তাঁর ভালোবাসার গভীরতা পুনরাবিষ্কার করার সময়। পোপ ফ্রান্সিস আমাদের এই অনুগ্রহকে আলিঙ্গন করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন: "আমি ভালোবাসা পেয়েছি, তাই আমি বিদ্যমান (I am loved, therefore I exist); এবং আমি চিরকাল সেই প্রেমে থাকব যা কখনও হতাশ করে না এবং যা থেকে কিছুই এবং কেউ কখনও আমাকে আলাদা করবে নাচ (Spes non confundit, n. 21)। পবিত্র দরজা দিয়ে যাওয়ার অভিজ্ঞতা আমাদেরকে, ঈশ্বরের অনুগ্রহ যে জীবনের গভীর পরিবর্তন নিয়ে আসে সে কথা কথা মনে করিয়ে দেয়-ঐশ্ব অনুগ্রহ আমাদের জীবন, আমাদের মণ্ডলী এবং আমাদের বিশ্বকে পুনর্নবীকরণ করতে পারে।

সুতরাং অনুধ্যানের প্রধান কয়েকটি বিষয়বস্তু হলো প্রথমতঃ আশা: জুবিলীর কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু, যা আমাদেরকে সত্যিকারের আশার উৎস হিসেবে ঈশ্বর-বিশ্বাসকে পুনরাবিষ্কার করার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। দ্বিতীয়তঃ তীর্থযাত্রা এবং বিশ্বাস ঘোষণা: ঈশ্বরের দিকে একটি বাহ্যিক এবং আধ্যাত্মিক যাত্রা, বিশ্বাস-ঘোষণা এবং নিজেকে খ্রিস্টীয় জীবনে পুরোপুরি অন্তর্ভুক্তির যাত্রা। তৃতীয়তঃ পবিত্র দরজা: একটি নতুন জীবনে প্রবেশের প্রতীক, যা আমাদের ভয়কে কাটিয়ে উঠতে এবং পুনর্নবীকরণকে আলিঙ্গন করতে উৎসাহিত করে। চতুর্থতঃ পুনর্মিলন: ঈশ্বরের করুণা এবং প্রেমকে পুনরাবিষ্কারের একটি মুহূর্ত, যা তাঁর সাথে আমাদের চলার পথে আমাদের নিরাময় করে এবং পুনরুদ্ধার করে। এই বিষয়বস্তুর পাশাপাশি, সাহস, প্রান্তিকতা, মুক্তি, দায়িত্ব, চেতনা, আনন্দ এবং আলিঙ্গনের মতো শব্দগুলি তীর্থযাত্রার বছর জুড়ে পথপ্রদর্শক স্তম্ভ হিসেবে কাজ করবে। এই শব্দগুলি ব্যক্তিগত অনুধ্যান এবং সামগ্রিক ক্রিয়াকর্মকে সমৃদ্ধকল্পে রসদ প্রদান করে, যা আমাদের আশা সম্পর্কে আমাদের বোধগম্যতা বৃদ্ধি করতে সহায়তা করবে এবং কীভাবে এটিকে জীবনে চর্চা করতে হয় তা বলে দেবে।

খ। তীর্থযাত্রা: জীবন ও বিশ্বাসের যাত্রা

পবিত্র বাইবেলে অব্রাহাম থেকে শুরু করে প্রবক্তাগণসহ আরও অনেকে আশাকে বুকে ধারণ করে জীবনের তীর্থযাত্রা করেছেন। সাধু পল বিশ্বাসীদের পিতা অব্রাহামকে এভাবে বর্ণনা করেন "আশা না থাকলেও আশা রেখে অব্রাহাম বিশ্বাস করলেন যে, তিনি বহুজাতির পিতা হবেন" *(রোমীয় ৪:১৮)*। সন্দেহের মুহূর্তেও অব্রাহাম ঈশ্বরের কাছে পুত্রের জন্য প্রার্থনা করেননি বরং প্রার্থনা করেছিলেন এই বলে, "আমাকে আশা রাখতে সাহায্য করুন।" আশার জন্য এই প্রার্থনা স্বয়ং নিজেই গভীর। পোপ ফ্রান্সিস উল্লেখ করেন এর চেয়ে সুন্দর আর কিছু নেই। আশা হতাশ করে না (General Audience, ২৮ ডিসেম্বর, ২০১৮)।

আশা হলো আমাদের 'লক্ষ্য' আর বিশ্বাস হলো স্বয়ং 'যাত্রা'। জুবিলীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলির মধ্যে একটি হল তীর্থযাত্রা, রোম এবং স্থানীয় ডায়োসিস উভয়ের মধ্যেই। পোপ ফ্রান্সিস তাঁর "Bull of Indiction" (Spes non confundit) প্রবন্ধে আমাদের উৎসাহিত করেছেন আমাদের নিজস্ব গণ্ডি থেকে বের হতে এবং এমন এক আধ্যাত্মিক যাত্রায় অংশগ্রহণ করতে যা আমাদের ঈশ্বরের এবং একে অপরের নিকটবর্তী করে। তিনি বলেছেন, "জুবিলী আমাদেরকে একটি যাত্রা শুরু করতে এবং আমাদের কিছু কিছু সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করতে বলে" (www.iubilaeum2025.va)। জুবিলী তীর্থযাত্রায় রোমে বিশেষ গির্জাগুলিতে তীর্থযাত্রা অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে, যেখানে তীর্থযাত্রী বিশ্বাসীগণ কেবল একসাথে পথই চলেন না, সাথে সাথে তারা কথাবার্তা, আলাপ আলোচনা, খাবার-দাবার ও জীবন সহভাগিতা করেন এবং একসাথে প্রার্থনা করেন আর এটাই পোপ ফ্রান্সিসের 'আশা'র মণ্ডলীকে মূর্ত করে তোলে। জুবিলী বছর তাই কেবল একটি ঘটনাকাল নয় বরং পুনর্নবীকরণের একটি আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়া, অর্থাৎ ঈশ্বর এবং একে অপরের নিকটবর্তী হওয়ার প্রক্রিয়া। পোপ ফ্রান্সিস আমাদেরকে খ্রিস্ট কর্তৃক প্রদত্ত আশা-এর উপর অনুধ্যান করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন এমন একটি আশা যা অনিশ্চয়তা এবং সংগ্রামের সময়েও অবিচল থাকে। সুসমাচারের বর্ণিত ও নিশ্চিত প্রতিশ্রুত আশাকে আমাদের অন্তরে নোঙ্গর হতে দিতে অনুপ্রেরণা দেন, যা আমাদেরকে জগতের জটিলতার মধ্য দিয়ে পরিচালিত করে। *(চলবে...)*

মেহনতী মানুষের আদর্শ শ্রমিক

ফাদার যোসেফ মুরমু

দুনিয়া জুড়ে 'পহেলা মে' শ্রমিক দিবস পালিত হয়, স্মরণ করা হয় সেই ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে "শিকাগোর হের্মাকেট"-এ দাঙ্গা, যেখানে ন্যায্য পাওনা দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ঘটে যাওয়ার ঘটনা। ঐদিন শ্রমিকেরা স্বচ্ছভাবে বেঁচে থাকার শ্রমের মজুরী আদায়ের সংগ্রাম, প্রতিবাদ। দাবী আদায় বেগতিক হওয়ার ফলে শ্রমিকদের কঠিন পথ বেছে নেয়া ছাড়া কোন উপায় ছিল না, কারণ ন্যায্য মজুরী প্রাপ্ত না হলে শ্রমজীবীরা, তাদের পরিবার অনাহারে-অর্ধহারে পথে ঘাটে মারা যাবে, বিশ্বের চলমান উন্নয়ন শিখরে পৌঁছাতে বাধাগ্রস্ত হবে। আর্থিক সংকট সুরাহা হলে, শ্রমিকেরা সফল মানুষে রূপান্তর হবে, সামাজিক স্তরে উচু আসন পাবে, মর্যাদা পাবে। তাঁদের সংগ্রামকে মর্যাদা দিয়ে শ্রমের আদর্শ পুরুষ সাধু যোসেফের নৈতিক বৈশিষ্ট্য মণ্ডলী শ্রমজীবীদের উদ্দেশে সংসার জীবন গঠনের সংগ্রাম ও আদর্শকে, অহিংস আদর্শ বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। শ্রমিকদের প্রতি সম্মান জানিয়ে বিশ্বমণ্ডলী প্রতিবছরই "মে দিবস" উপাসনায় স্মরণ করে।

পবিত্র বাইবেলে সাধু যোসেফ সম্পর্কে উপস্থাপনা হলো, তিনি একজন বয়স্ক ব্যক্তি, কর্মঠ, ধার্মিক, সরল ও সততার কাঠ মিস্ত্রি, বা ছুতোরমিস্ত্রি। তাঁর ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যের উপর বিস্তর পর্যবেক্ষণ হদিস দেয় যে, তিনি "কর্মঠ ও ধার্মিক" ব্যক্তি। ঈশ্বরের দৃষ্টিতে তিনি যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন বলে ঈশ্বরের স্বীকৃতির ফলস্বরূপ মারীয়ার স্বামী এবং যিশুর পালক পিতা। তাদের নিরাপত্তার বলয় হয়ে থাকার দায়িত্ব পেয়েছিলেন তিনি, এবং দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করেছিলেন। অপরদিকে সংসারের জন্যে কঠোর পরিশ্রম করে সংসারের আবশ্যকীয় মিটিয়ে দিয়েছিলেন। সংসারে তিনি কাঠ মিস্ত্রি-শ্রমিক, শ্রমজীবী পিতা-কর্তা, প্রকৃত শ্রমিক-অর্থ উর্পাজনকারী শ্রমিক-ব্যক্তি। সম্পদ সদ্ব্যবহারে অবিচল-অনড় শ্রমিক ব্যক্তি ছিলেন।

শ্রমিক ও শ্রমজীবী বলতে যে পরিচয় থাকা প্রয়োজন, তা এ ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের মধ্যে বিদ্যমান। এই শ্রমিকের দায়িত্ব ও কর্ম সম্পাদনে ছলনার কোন লক্ষণ, ফাঁকি-ঝুঁকির স্বভাব ছিল না বরং গোটা সংসারে দায়িত্বশীলতাই প্রস্ফুটিত ছিল। পৃথিবীর বিভিন্ন চিত্র শিল্পীদের আঁকা ছবিতে তাঁর দেহের গঠন দেখলে প্রশ্ন উঠবে, এই বয়স্ক ব্যক্তি এত পরিশ্রম কি করে করতে পারল?, হ্যাঁ পারবে বৈকি, কারণ বয়সের দিক থেকে বয়স্ক মনে হলেও, তাঁর দেহে ঈশ্বরের দেয়া অদম্য শক্তি ছিল এবং ঈশ্বরও তাঁর সঙ্গে বরাবর উপস্থিত ছিলেন। কায়িক শ্রমকে তিনি ভালবাসতেন, অল্প অর্জনে সৎ ছিলেন, পিছু হটার শ্রমিক নন তিনি, শ্রমই ছিল তাঁর প্রধান লক্ষ্য ও ধর্ম।

অর্থ-সম্পদ সংকটের সংসার চলছিল সাধু যোসেফের। স্বল্পতার মধ্যে সংসার জীবন অতিবাহিত হলেও, অধিক সম্পদ অর্জনের প্রতি ঝোঁক ছিল না। তাঁর এই জীবনাবস্থায় সত্য, এটি তার আদর্শ। এই আদর্শ মণ্ডলী বিস্তর বিশ্বাস রেখে শ্রমজীবীদের চলার পাথেয় করেছিলেন। শ্রমকে মর্যাদা দেয়ার লক্ষ্যে সাধু যোসেফকে শ্রমজীবীদের প্রকৃত আদর্শ ও মডেল হিসেবে সামনে দাঁড় করিয়েছে।

এখানেই পরিচয়ের শেষ নেই, তিনি অভাবি মানুষের পক্ষের ব্যক্তি, তিনি যেমন সামান্য অর্জনের ব্যক্তি, তেমনি স্বচ্ছজীবনের সহযাত্রী। মণ্ডলী তাঁকে সকল শ্রমিকদের সামনে অনুসরণযোগ্য ব্যক্তি হিসেবেই স্বীকৃতি দিয়েছেন। তবে কথা থাকে যে, মণ্ডলীর বাইরে বিশ্ব সমাজ সাধু যোসেফকে তেমন না চিনলেও, তাঁর পরিচয়-পরিচিতি প্রকাশিত না হলেও, তাঁর জীবন ও কর্ম-চরিত্র বিশ্ব দরবারে প্রচারিত না হলেও, মণ্ডলী বিভিন্ন সেবা-কর্মক্রিয়া, প্রতিষ্ঠান নামকরণ, লিফলেট ও পোস্টার এবং দিবসের দিন-তারিখের মাধ্যমে তাঁকে উপস্থাপন করেছে। তবে আরো তাঁর সম্পর্কে প্রচার করা প্রয়োজন, তাহলে শ্রমিক দিবস পালন মণ্ডলীর পক্ষে যথাযথই হবে।

খ্রিস্টীয় সমাজে/পরিবারে বয়স্ক পিতা-মাতা যারা রয়েছেন, তারাও কিন্তু সাধু যোসেফের চরিত্রের অংশীদার, কেননা, তাদের কর্মদক্ষতার সঞ্চয়ে পরিবার ও সন্তান স্বল্প বা অধিক সম্পদে প্রতিষ্ঠিত ও চালিত। সংসারে বহু বয়স্ক নারী-পুরুষ কায়িক পরিশ্রম করেন। সংসার ও সদস্যদের যত্ন করেন, সম্ভাব প্রয়োজন যোগান দেন। পিতা বা স্বামীর বয়স যাই হোক না কেন, সংসার টিকিয়ে রাখতে, সংসারের দুঃখ মোচন করতে, সুখি রাখতে হবে এমন মনোভাব ছিল তাঁদের। বয়স্ক যোসেফও তেমন মনোভাব প্রকাশ করে কর্মসম্পন্ন করে, তিন জনের সংসারকে সুরক্ষিত রেখেছিলেন, তিনের মধ্যে ঐক্য ও বন্ধন অটুট রেখেছিলেন। কঠিন পরিশ্রমে শরীর ক্লান্ত হলেও পরিশ্রম ছিল পরস্পরকে বাঁচানোর, দায়িত্ব, ধর্ম-কর্ম। সাধু যোসেফ পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে "মে" মাসের দায়িত্ব বাস্তবায়নে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তবে অধিকারকে প্রতিষ্ঠার জন্যে "মে' মাসের দাবী শ্লোগান-মিছিল-মিটিং কোনটিরই লক্ষণ ছিল না, কারণ তিনি নিজেই নীরব স্লোগান। তিনি ঘটনার পূর্বে বা পরেও বিশ্বসমাজের শ্রমিকদের আদর্শ প্রাণ পুরুষ। শতকোটি শ্রমিকের উত্তম শ্রমিক সাধু যোসেফ, যিনি সর্বদিক থেকে শতভাগ স্বার্থক শ্রমিক-পুরুষ, পিতা ও পরিচালক। তার পরিবারে অর্থ প্রাপ্তি নিয়ে কোন হট্টগোল ছিল না। তাঁর হাতে লাল ঝান্ডি ছিল না, মনে বিষোদগার ছিল না, ছিল অফুরন্ত আত্মবিশ্বাস এবং ঈশ্বরের আদেশের প্রতি অগাধ বাধ্যতা। পরিবারে তিনি জৌলুসহীন স্বামী, পিতা ও সাদামাটা আবরণে নম্র মানুষ-পুরুষ। তিনি একটি সাধারণ পরিবারের শ্রমিক কর্তা।

অপ্রতিরোধ্য চরিত্রের অধিকারী সাধু যোসেফ, এই জন্যে যে, তিনি এই সত্যব্রতধারি চরিত্র প্রথমত: কর্মঠ জীবন থেকেই জন্মেছেন, অপর দিকে ঈশ্বরের ছত্রছায়ায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। কর্মঠ পুরুষ যোসেফ, কাঠ-মিস্ত্রির দায়িত্ব থেকে একটি পবিত্র পরিবারের দায়িত্ব পেয়েছিলেন। তিনি এই দায়িত্ব সম্পূর্ণ পরিচালনা বা দেখভাল করতে পারবেন, তাই ঈশ্বরের আহ্বানের বাণীতে তা পরিলক্ষিত হয়। যা হোক, চরিত্রে যা ছিল বিধাতা সমস্ত কিছুই গুচ্ছিয়ে নিয়ে মহান দায়িত্ব দিয়েছিলেন তাঁকে। তিনি একটি পরিবারের পিতা এবং শ্রমের কঠোর শ্রমিক। মণ্ডলীর দৃষ্টিতে আদর্শ শ্রমিক এবং শ্রমিকদের আদর্শ পুরুষ ও নেতা। মণ্ডলীর পালক, প্রতিপালক। ৩

রক্তাক্ত এক ইতিহাসের সাক্ষী মহান মে দিবস

ব্রাদার আলবার্ট রত্ন সিএসসি

আজ মহান মে দিবস। এ দিনটি শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ের দিন। আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস হিসেবেও পরিচিত পহেলা মে। বরাবরই বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এ দিনটিকে উদ্‌যাপন করা হয়। প্রতিবছর বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান পালিত হয়ে থাকে মহান মে দিবসে। বাংলাদেশসহ বিশ্বের প্রায় ৮০টি দেশে পহেলা মে জাতীয় ছুটির দিন হিসেবে পালন করা হয়। আরো অনেক দেশেও এ দিনটিকে বেসরকারিভাবে পালিত হয়। 'শ্রমিক মালিক নির্বিশেষে, মুজিব বর্ষে 'গড়বো দেশ' এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে গত বছর দেশে পালিত হয়েছে মে দিবস। একইভাবে প্রতিবছর একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে মে দিবস পালন করা হয়। রক্তাক্ত এক ইতিহাসের সাক্ষী মে দিবস। শ্রমিকরা সেদিন রক্তের বিনিময়ে নিজেদের অধিকার আদায়ে মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন। দীর্ঘদিনের অমানুষিক পরিশ্রম আর কম পারিশ্রমিক পাওয়া মালিক পক্ষের উপর গর্জে উঠেছিল।

শ্রমিকদের দাবি ছিল ৮ ঘন্টা কাজ, ৮ ঘন্টা বিশ্রাম আর ৮ ঘন্টা নিজের জন্য। তারা কর্তৃপক্ষের নির্দেশে প্রতিদিন ১০ থেকে ১২ ঘন্টা কিংবা তার চেয়েও বেশি সময় কাজ করত। এই দীর্ঘ কর্ম ঘন্টার প্রভাব পড়ে দৈনন্দিন জীবনে। তাই বিশ্বের নানা প্রান্তের শ্রমিক সংগঠনগুলো ৮ ঘন্টা কাজকে আদর্শ কর্মঘন্টা হিসেবে প্রতিষ্ঠার দাবি জানায়। ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকার শিকাগো শহরের শ্রমিক আন্দোলনই মহান মে দিবস বা আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস নামে পরিচিত। এই দিনটি শ্রমজীবী মানুষকে আরও সাহস জোগায়। সব ধরনের অন্যায় আর অমানবিকতার বিপক্ষে গর্জে ওঠার পথ দেখায়।

মে দিবসে যা ঘটেছিল: আমেরিকার শিকাগো শহর তখন শিল্পায়নের অন্যতম কেন্দ্র। মার্কিন, জার্মান এবং ইউরোপের শ্রমিকেরা কাজের খোঁজে শিকাগোতে আসতে শুরু করেন। মাত্র গড়ে দেড় ডলারের বিনিময়ে তারা দিন-রাত কলুর বলদের মতো শ্রম দিয়ে যাচ্ছিলেন। এর উপর আবার সপ্তাহে ৬ দিন কাজ করতে হবে। অনেকটা যন্ত্রমানবের মতো কাজ করার যন্ত্র হয়ে উঠেছিল শ্রমিকরা। কষ্ট হলেও তারা ভয়ে মালিক পক্ষের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে পারতেন না। কারণ শ্রমিকরা তখনও সংঘবদ্ধ হয়ে ওঠেননি। অনেকেই বিভিন্ন সময়ে ৮ ঘন্টাকে প্রমাণ কর্মঘন্টা হিসেবে প্রতিষ্ঠার দাবি জানিয়ে মালিকের হাতে নিপীড়িত ও নির্যাতিত হয়েছেন। এর ফলে অন্য শ্রমিকদের মনে ভয়ের সঞ্চার করা হয়েছে। এরপর শ্রমিকেরা যখন আর সহ্য করতে পারছিলেন না, তখন তারা সংঘবদ্ধ হওয়ার পরিকল্পনা করেন।

আমেরিকার শিকাগো, নিউইয়র্ক, উইসকনসিন এবং বিভিন্ন রাজ্যে গড়ে ওঠে সংঘবদ্ধ আন্দোলন। ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবরে আমেরিকার "ফেডারেশন অব অর্গানাইজড় ট্রেডস এন্ড লেবার ইউনিয়ন" এর এক বৈঠকে ৮ ঘন্টা কাজের সময় প্রতিষ্ঠার বিষয়ে আলোচনা শুরু হয়। এরপর আমেরিকার বিভিন্ন লেবার ইউনিয়নের সম্মতি ক্রমে ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের মে মাসের ১ তারিখে সাধারণ ধর্মঘট ডাকা হয়। দাবি ছিল একটাই, দৈনিক ৮ ঘন্টার বেশি কাজ আর নয়। ধর্মঘটের বিপক্ষে মালিক পক্ষ আন্দোলনকে মোকাবেলা করতে শ্রমিক ইউনিয়নের নেতাদের গ্রেফতার করে। এ ছাড়াও বিভিন্ন শ্রমিকদের উপর নির্যাতন করতে থাকে। মালিক পক্ষের চাপিয়ে দেওয়া ১৪ থেকে ১৬ ঘন্টা কাজের বেড়াজাল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে অপ্রাণ লড়াই করেন শ্রমিকরা। ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দের মে মাসের ১ থেকে ৩ তারিখ পর্যন্ত এই আন্দোলন চলমান ছিল। এরপর শিকাগোর বিক্ষোভরত শ্রমিকদের উপর চড়াও হয় পুলিশরা। শিকাগোর ম্যাককরামিক হারভেস্টিং মেশিন কোম্পানির সামনে পুলিশ গুলি চালায় শ্রমিকদের উপর। শত শত শ্রমিক আহত হয়, নিহত হয় দুইজন। এই হতাহতের কারণে শ্রমিকরাও উত্তেজিত হয়ে ওঠে। এরপরের দিন হাজার হাজার শ্রমিকরা আন্দোলনের পূর্ব প্রস্তুতি নিয়ে শিকাগোর 'হে মার্কেট স্কয়ারে' সমবেত হন। আগের দিন পুলিশকে লক্ষ্য করে অজ্ঞাত এক ব্যক্তি বোমা ছুঁড়ে ছিলেন। এর পরপরই পুলিশ এবং আন্দোলনকারীদের মধ্যে শুরু হয় উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় এবং সংঘর্ষ। এই সংঘর্ষে সাত জন পুলিশ এবং চার জন শ্রমিক নিহত হয়। দাবি আদায় করতে আসা শত শত নিরস্ত্র শ্রমিক হতাহত হয়। পৃথিবীর শ্রমিক সংগ্রামের ইতিহাসে রক্তাক্ত করে এটি লেখা হয়ে থাকে 'হেমার্কেট ম্যাসাকার' নামে। তবে পুলিশের উপর সেদিন কে বা কারা বোমা নিক্ষেপ করে ছিলেন তা আজও অমীমাংসিত।

এই রক্তাক্ত ঘটনার পর মার্কিন সরকার শ্রমিক ইউনিয়নগুলোর বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেয়। নৈরাজ্যবাদী হিসেবে ৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে গ্রেফতারের বিষয়টি বেশ সাড়া ফেলে। হেমার্কেট ম্যাসাকারে যুক্ত থাকার অভিযুক্ত হওয়ায় ৮ জনের মধ্যে ৭ জনের মৃত্যুদণ্ড আর এক জনকে ১৫ বছর কারাদণ্ড দেওয়া হয়। তখন আইন বিচার ব্যবস্থা শ্রমিকদের মূল দাবি ৮ ঘন্টা কর্ম ঘন্টা এই দাবিকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে যায়। এরপর ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দের মে মাসের ১ তারিখকে 'আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস' বলে ঘোষণা দেয় 'ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর ওয়ার্কার্স এন্ড সোসালিস্টস'। হেমার্কেট ম্যাসাকারকে শ্রমিক আন্দোলনের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। যদিও আমেরিকার সরকার এই ঘটনার কোনো স্বীকৃতি দেয়নি এবং শ্রমিকদের আট ঘন্টা কাজের দাবিকেও গুরুত্ব দেয়নি। এরপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকা ৮ ঘন্টা কাজের দাবিতে আইনি স্বীকৃতি দেয়। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় নিকোলাসের পতনের ৪ দিন পর আমেরিকা সরকারি ঘোষণার মাধ্যমে দিনে ৮ কর্মঘন্টার স্বীকৃতি দেয়।

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের পর থেকেই সোভিয়েত ক্ষমতা বলয়ে থাকা দেশগুলোতে মে মাসের ১ তারিখ আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস বেশ জাঁকজমকতার সঙ্গে পালন করা শুরু হয়। সোভিয়েত পতনের পররাষ্ট্রীয়ভাবে অনেক দেশেই পালন হয়না এখন আর মে দিবস। তবে এখনো বিশ্বের ৮০টি দেশে এই দিন সরকারি ছুটি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

সারা বিশ্বের মেহনতী মানুষের শ্রমের ক্ষেত্রে ন্যায্য মজুরি ও দৈনিক ৮ ঘন্টা কাজের দাবিতে ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের ১ মে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো নগরীতে যে আন্দোলন হয় ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে তা আজ বিশেষভাবে স্বরণীয়। চাকরিরত যে কোন দেশের যে কোন মানুষ স্মরণীয় সেই আন্দোলনের সুফল ভোগ করছেন। দৈনিক ৮ ঘন্টা কাজের ব্যবস্থাপনা এখন প্রায় সবদেশেই প্রতিষ্ঠিত। মে দিবস তাই দুনিয়ার মেহনতী মানুষের সংকল্প গ্রহণের দিন। এই সংকল্প হলো সামাজিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে শ্রেণী বৈষম্যের বিলোপসাধন। পুঁজিবাদী দাসত্বশৃঙ্খল থেকে মুক্তির দৃঢ় অঙ্গীকার। মে দিবস শ্রমিক শ্রেণির চিন্তা চেতনায় এনেছে এক বৈপ্লবিক তাৎপর্য। লেনিন মে দিবসকে ব্যবহার করেছিলেন শ্রমিক শ্রেণির বিপ্লবে। মে দিবস দুনিয়া জুড়ে শ্রমিক আন্দোলন ও মুক্তি সংগ্রামে ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ চক্রান্তের তীব্র প্রতিবাদ, দুনিয়ার শ্রমিক এক হওয়ার উজ্জীবন মন্ত্র। প্যারিস সম্মেলনে ঘোষণার পর থেকেই দেশে দেশে মে দিবস পালন শুরু করা হলেও আজ প্রায় বিশ্ব জুড়ে এ দিবসটি শ্রদ্ধা ও সম্মানের সাথে পালন করে আসছে। এদিনটি পালনের মধ্যদিয়ে বিশ্ব শ্রমিকদের প্রতি ও তাদের কাজে প্রতি সমর্থন এবং সম্মান বৃদ্ধি পাচ্ছে। যদিও শ্রমজীবী ভাই-বোনদের প্রতি মানুষের ভালবাসা, শ্রদ্ধাবোধ, সমর্থন, তাদের ন্যায্য মূল্য ও দাবি দাওয়া প্রদানসহ স্বীকৃতি একান্ত প্রয়োজন।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার: 'মে দিবস ও শিল্প', ড. মো. আবুতাহের এবং ওয়েবসাইট ও ইন্টারনেট।

পাহাড়াদার জুমা

মিল্টন রোজারিও

জাগো..রে...ভাই বস্তিওলারা...জাগো.......।

এক হাতে টর্চ, আরেক হাতে একটি শুড়কী নিয়ে শক্ত সামন্ত দুরন্ত সাহসী এক যুবক ঘুটঘুটে অন্ধকার রাতে পাহাড়া দিয়ে যাচ্ছে। এটাই এখন তার নেশা এবং পেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেখতে পাঁচ ফুট দুই ইঞ্চির যুবকটির নাম "জুমা"। গ্রামটিকে চোর-ডাকাতদের হাত থেকে রক্ষা করাই যেন তার পণ। দুরন্ত সাহসিকতা নিয়ে একাই সে পাহাড়া দিয়ে গ্রামবাসিকে রক্ষা করে যাচ্ছে। কেউ যদি বলে জুমা, তুমি যে রাত্রে একা একা পাহাড়া দাও, তোমার ভয় করে না? জুমা তার স্বভাব সুলভ হাসি দিয়ে দুই হাতের পেশী দেখিয়ে বলে, ভয়! কিসের ভয়? আমার তো ভয়-ডর বলতে কিছু নাই। আমি এক ঈশ্বররে ছাড়া আর কেউইরে ডরাই না। আমি একাই এক'শ। আর চোর-ডাকাইত যদি আহে তবে হাম হ্যায় না! এমুন এক চিক্যার দিমু মানুষজনরে সব এক কইর‍্যা ফালামু। ঐ সমে তুমরা সবতে লাঠিসোটা নিয়্যা আইয়্যা পড়বা। আমরা সবতে মিল্যা চুর-ডাকাইত ধইর‍্যা ফালামু। আর একটা কতা কি জানো? আমাগো এলাকার চুর গো তো আমার সব জানাহুনা। ওরা আমার কাছে খেঁক-শিয়ালের মতন। আতের কাছে খালি একবার পাইলেই অয়। এমুন শিক্ষা দিমু, এমুন শিক্ষা দিমু যে, বাপ-বাপ কইর‍্যা দৌঁড় দিবো।

এই কথা বলেই জুমা হাসতে থাকে। গ্রামে রাস্তার পাশেই একটি বিরাট শেওড়া গাছ। অনেক পুরনো শেওড়া গাছ বলে অমাবস্যা-পূর্ণিমা রাতে এখানে এসে কাপালী সম্প্রদায়ের হিন্দুরা পূঁজা করে। গাছের গোঁড়ায় গোবর দিয়ে লেপে জবাফুল সিঁদুর দিয়ে পূঁজা করে। লাল সালু কাপড় দিয়ে ছোট একটা ঠাকুর ঘর বানিয়ে সেখানে ধুপ মোমবাতি জ্বালায়। আজকে অমাবস্যা। তারার আলোতে মাঠে ময়দানে একটু আলো দেখা গেলেও গ্রামের ভেতর এক্কেবারে ঘুটঘুটে অন্ধকার। জুমার ছয় ব্যাটারীর টর্চ লাইটের পাওয়ারও এই অন্ধকারে হার মানে। নতুন ব্যাটারী কিনবো কিনবো করে আর কেনা হয়ে ওঠে নাই তার। দূর থেকে জুমা দেখে শেওড়া গাছের নিচে বাতি জ্বলছে। টর্চ মেরে দেখে ধূপের ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে। জুমা শেওড়া গাছের পাশ দিয়ে গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে হেঁটে যাচ্ছিল। এমন সময় কে যেন জুমাকে ডাকে

- জুমা।

জুমা চম্‌কে দাঁড়ায়। যেদিক থেকে তাকে ডাকা হয়েছে, সেই দিকে ঘুরেই টর্চ ধরে। কাউকে সে দেখতে না পেয়ে আবার হাঁটতে থাকে। দুই কদম সামনে এগিয়ে যেতেই আবার ডাকে,

- জুমা।

জুমা এবার বুকে তিনবার ফুঁ দিয়ে হাতের টর্চ লাইটটি যেদিক থেকে তাকে ডাকা হয়েছিল আবার সেই দিকে ধরে খুঁজতে থাকে। এবারও সে কাউকে দেখতে পায় না। বুকে সাহস এনে কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে,

- কে- কে কে? সাহস থাকলে সামনে আয়।

কিছুক্ষণ পর আবার শুনতে পায়,

- আমি তো তোর পাশেই।

জুমা ঘুরেই দেখতে পায় সাদা পোশাক পরা একটি লোক দেখতে হুবহু তার মত পাশে দাঁড়িয়ে আছে। জুমা তাকে দেখে প্রথমে ঘাবড়ে যায়। তারপর বুকে সাহস সঞ্চার করে বলে, কে আপনি? কি চান?

লোকটি বলে, তুমি তো এই গ্রামের পাহাড়াদার? রোজই একা একা পাহাড়া দাও। এত সাহস তোমার? এখন তো দেখি আমার ডাক শুনেই তুমি ভয় পেয়ে গেছ। মনে হয় প্রস্রাবও করে ফেলেছ। ঠিক কি-না?

জুমা আমতা-আম্‌তা করে বলে, না। তা-না। তবে আমার মুতের না-না প্রস্রাবের বেগ পেয়েছে।

লোকটি বলে, কি বললে?

জুমা তেমনি ভয়ে ভয়ে বলে, প্রস্রাবকে গ্রামে আমরা মুত বলি। আমি কি একটু প্রস্রাব করে আসতে পারি?

- হ্যাঁ হ্যাঁ। যাও।

জুমা প্রস্রাব করে এসে দেখে লোকটি সেখানে নেই। সে আর এক মুহূর্ত সেখানে দাঁড়িয়ে না থেকে দৌঁড়ে চার রাস্তার মোড়ে তপনের দোকানের দিকে চলে যায়। তপনকে ডেকে তুলে বলে, তপন শিগ্‌গির আমারে এক গ্লাস পানি দে।

তপন মাত্র শুয়েছিল, চোখটা একটু লেগেও এসেছিল। কিন্তু জুমার ডাক শুনে উঠে বসে। দোকানের ছোট্ট পকেট দরজাটি খুলে বলে, জুমাদা, কি ব্যাপার? চুর-ডাকাইত পরছে নিকি গ্রামে? এমন কইর‍্যা হাঁপাইতে হাঁপাইতে তুমি তো কোন সমে আহ না!

জুমা পানি পান করে গ্লাসটি তপনের হাতে দিয়ে বলে, তপন আমারে এক কাপ চা খাওয়াতে পারবে?

- এত রাইতে তুমি আইছ চা খাইব্যার?

তপন ভাবতে থাকে, নিশ্চয়ই আজকে জুমাদার কিছু একটা হয়েছে। তা' না হ'লে এমন হাঁপাতে হাঁপাতে এসে পানি পান করতে চাইবে কেন? চোখ কচ্‌লাতে কচ্‌লাতে কেট্‌লিতে এককাপ মত পানি গ্যাসের চুলায় বসিয়ে দেয় তপন। বলে- জুমাদা তুমি দেহি অহনতুরি হাঁপিব্যার নইছ; তোমার সমস্যাটা কি?

- হাঁপাইতাছি কি হাদে রে! আইজক্যা একটা সাংঘাতিক ঘটনা ঘইট্যা গেছে।

এই কথা বলে জুমা হাত দিয়ে সার্টের বোতাম খুলে একটু ফাঁক করে বুকে থু-থু ছিটিয়ে দেয়। একটু জোরে শ্বাস নিয়ে বলে,

- আমারে আর এক গ্লাস পানি দে তো। গলাডা খালি হুগিয়্যা যাইব্যা নইছে। তপন তার মাটির কলসি থেকে এক গ্লাস ঠান্ডা পানি দেয়। জুমা পানি পান করে বলে,

- আরো এক গ্লাস দে।

তপন জুমার এই অবস্থা দেখে বলে,

- কি ব্যাপার জুমাদা? চুর-ডাকাইত কি আইজক্যা তুমারে দাবর দিছিল নিকি? মানুষজন ডাক দিমু?

জুমা বলে, - আরে না, রাখ তর মানুষজন। মানুষ আইয়্যা কি করবো?

তপন বলে, তুমি তাইলে হাঁপাইতেছ কেন? কি অইছে কও না আমারে।

- চা অইছে।

- হ। এই নেও।

জুমা গরম চায়ে ফুঁ দিয়ে এক চুমুক চা পান করে বলে, চায়ের মইদে চিনি কম অইছে। এক চামুচ চিনি দে।

তপন এক চামুচ চিনি দেয় জুমাদাকে। চা পান করতে করতে জুমা বলে,

- ঐ যে হেওড়া গাছটা আছে না।

- হ। কি অইছে অহানে?

- আমি অহিন দিয়্যা আইপ্যার নইছি, আর কেড়া জানি আমারে নাম ধইর‍্যা ডাক দিল। আমি পিছে ফিরা দেহি একটা ব্যাটা খাড়িয়্যা নইছে। এই পরথম আমি ইট্টু ডরাইছি। ঐ ব্যাটা আমারে কয়, ভয় পেয়েছ জুমা? ভয়ে

কি প্রস্রাব করে দিয়েছ?

আমি কইলাম, না। মুতি নাই। তয় মুতের বেগ পাইছে। লোকটি আমারে কইলো, তোমরা প্রস্রাবকে মুত বল। যাও মুতে আস। আমি মুইত্যা আইয়্যা দেহি, ঐ লোকটি নাই! আতের টর্চ লাইটট্যা মাইর‍্যা চাইরদিকে কত বিছরাইলাম। কোন জায়গায়ই দেখলাম না ব্যাটারে। এক নিমিশের মধ্যে কুতায় চইল্যা গেল? এত বছর দইর‍্যা পাহাড়া দেই কুন সমে কিছু চোকে দেহি নাই। কিন্তু আইজক্যা আমি এইড্যা কি দেখলাম।

তপন বলে, জুমাদা, এইডা তুমার চোখে ধান্দা লাগছিল মনে অয়। এই সমে ঐ জায়গায় কেড়া আইপো? মানুষ অইলে তো ওহিনেই থাকতো। ভুত-টুত না তো?

- আরে না। ভুত-টুত আমার কাছে আইপো না।

- ভুত-টুত না। তয় কি তাইলে? তুমি কি নতুন পাহাড়া দেও নিকি? দশ-বারো বছর অইয়্যা গেলো। কই কুন দিন তো তোমার মুকে এমন কতা হুনি নাই।

জুমা বলে, তপন, তুই বিশ্বাস কর। আমি নিজের চোক্ষে তারে দেকছি।

- যাইক, অহনে কি করবা? অহনে কি পাহাড়া দিব্যার যাইবা, না বাইত্তে যাইব্যা?

- চিন্তা করবার নইছি। কয়ডা বাজে রে?

- অহনে রাইত দুইড্যা আড়াইড্যা অইবো। তপন তার হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলে, হ। ঠিকই কইছি এই দেহ ঘড়িতে আড়াইডা বাজে। তুমার ঘড়ি কুতায়?

- আরে কইছন্যা। আইজক্যা ঘড়ি পিনব্যার মনেই আছিল না। ঠিক আছে বাড়ীর দিকেই যাই।

- সাবধানে রাস্তাঘাট দেইক্যা যাইও।

- হ। হেডা তর চিন্তা করন লাগবো না। যাই রে।

জুমা বাড়ীর দিকে হাঁটা দেয়। তপনের দোকান থেকে জুমার বাড়ী যাইতে মিনিট দশ সময় লাগে। গ্রামের ভিতর দিয়ে সরকারী যে রাস্তা চলে গেছে, সেখানে কোন লাইটের ব্যবস্থা নাই। অমাবস্যা রাত্রি। আজকে জুমার কেন জানি একটু একটু ভয় ভয় লাগছে। গ্রামে অনেক বাড়ীতে কুকুর আছে। সব কুকুরেরা যেন এক সাথে যুক্তি করে আজকে ঘেউ-ঘেউ করা শুরু করে দিয়েছে। কুকুরদের ভাষা বুঝি না বলে ওদের ঘেউ-ঘেউয়ের অর্থও বুঝি না। আমরা বুঝি শুধু রাত্রে কুকুর চুর-চুট্টা দেখলে ঘেউ-ঘেউ করে। এক বাড়ীর কুকুর ঘেউ-ঘেউ শুরু করলে, গ্রামের সব কুকুরেরা এক সাথে শিয়ালের মত হুয়াক্কা-হুয়া শুরু করে দেয়। জুমা ভাবে, কোন দিন গ্রামের কুকুরগুলো এমন করে ঘেউ-ঘেউ করে না। আজকে কি হলো? জুমার গায়ের লোম সব দাঁড়িয়ে যায়। জুমা বুকে সাহস এনে গলায় যত শক্তি আছে জোরে বলে ওঠে,

- জাগো-রে ভাই বস্তিওলারা, জাগো...

একবার নয় বেশ কয়েক বার সে এই কুই দিতে দিতে বাড়ীর পথে এসে যেন হাপ ছেড়ে বাঁচে। মনে মনে বলে, যাক, এখন আর কোন ভয় নেই। বাড়ীতে এসে পড়েছি। ঘরের তালা খুলে ঘরে ঢোকে সে। ভাবে এবার যদি কাউকে দেখি হাতের এই শুড়কী দিয়্যা মাড়ুম একটা পাড়। যা অয় সকালে দেহা যাইবো।

এমন সময় আবার সেই ডাক।

- জুমা।

জুমা নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারে না। কনিষ্ঠ আঙ্গুল দিয়ে কান চুল্‌কিয়ে হাতের টর্চটা জ্বালে। দেখে তার চারপাশটা। না কাউকে সে দেখছে না। ডাকটি একদম কাছে থেকে এসেছে। যেন ঘরের ভিতরে থেকে কেউ ডাকছে। ধান্দা ধরেছে মনে করে নিজেকে সান্ত্বনা দেয়। কিছুক্ষণ পর আবার সেই কণ্ঠ।

- জুমা, আজকের মত কি তোমার পাহাড়া দেয়া শেষ না-কি? এখনও তো অনেক রাত বাকী। মাত্র পৌনে তিনটা বাজে। জানতো এই সময়ই চোর-ডাকাতরা আসে। কারণ, এই সময় মানুষজন গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে থাকে।

জুমা ভাবে, আমি তো এখন বাড়ীতেই। ভয় কি! দেখি না কে কথা বলছে আমার সাথে! বুকে সাহস এনে এবার বলে, আপনি কেড়া? কেন আমার পিছে পিছে ঘুরতাছেন? আমার সামনে আসেন, দেখি আপনাকে।

লোকটি বলে, আমি তোমার বন্ধু বলতে পার। তোমার আশেপাশেই আমি সব সময় থাকি। রাত্রে তোমার সাথে ঘুরে বেড়াই। তোমার মনের কথা আমি সব জানি। বুঝতে পারি। তাই তোমার সাথে আজকে দেখা দিলাম।

- এত মানুষ থাকতে আপনে আমারে বাইছ্যা নিলেন কেন? আমার তো আপনের নগে কতা কইব্যার সময় নাই। আমি দিনের বেলা ঘুমাই আর রাইতের বেলা পাহাড়া দেই। আপনে অন্য কোন জায়গায় যান। অন্য কারো কাছে যান।

- এটি সম্ভব নয় জুমা। আমি শুধু তোমারই বন্ধু। আর হ্যাঁ, আমরা যেহেতু পরস্পর বন্ধু তাই আমাকে আপনি আপনি না বলে তুমি বললে ভাল হয়।

জুমা ভাবে এ আবার কোন আপদে পড়লাম রে বাবা! তবুও বুকে সাহস নিয়ে বলে, - আচ্ছা ঠিক আছে, ঠিক আছে।

- তা'হলে বন্ধু চল না আমরা একটু হেঁটে হেঁটে ঘুরে বেড়াই। কথা বলি। এতে তোমার পাহাড়াও হয়ে যাবে।

জুমা ভাবে, আবার পাহাড়া? তা'ও আবার তোমার সাথে? আমার ঘাড় মটকানোর চিন্তা ভাবনা নিশ্চয়ই। আবার ভাবে, চিনি না জানি না, আইজক্যা পরথম দেখা। ভুত নাকি প্রেত সেটাও জানি না! এত রাইতে তার নগে বাইরে যাওয়া মোটেই যুক্তিসঙ্গত হবে না। জুমা বলে, শুন বন্ধু।

- বল। তোমার নাম কি?

- আমার কোন নাম নেই। এখন তুমি যদি কোন নাম দিতে চাও দিতে পার।

একটু ভয়ে ভয়ে জুমা বলে, - নাম নাই অথচ তুমি মানুষ। বয়স তো আমার সমানই অইবো। তবে নাম নাই কেন? তোমার বাবা-মা কি তোমার কোন নাম রাখে নাই?

- আমার তো কোন বাবা-মা নেই। জুমা আরো ঘাবড়ে যায়। ভাবে এ নিশ্চয়ই ভুতটুত কিছু একটা হবে। বলে, ঠিক আছে, ঠিক আছে।

- চল এবার আমরা হাঁটি। হেঁটে-হেঁটে কথা বলি।

- না-না, এমনিতেই ঠিক আছে। জুমা এবার সত্যি ভয় পায়। বলে, নাহ্! আইজক্যা আমার শরীলটা বেশী সুবিধার মনে অয় না। বাথরুমে যাচ্ছি বারে বারে। লুজমোশন মনে হয়।

এই কথা শুনে লোকটি বলে, আসুন না, একটু বাহিরে বসে বসে কথা বলি আমরা।

এমন সময় দূরের এক মসজিদ থেকে আযানের ধ্বনি শোনা যায়। ঘরের পিছনের বাঁশঝাড় থেকে দুই একটি পাখীর কলকাকলীও শোনা যায়। জুমা ভাবে সকাল হয়ে গেছে। টেবিলের উপরে রাখা মগ থেকে এক গ্লাস পানি ঢেলে ঢক্-ঢক্ করে পান করে। কিছু পানি চোখে মুখে ছিটিয়ে দিয়ে ক্লান্ত শরীর নিয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দেয়। কখন যে সে ঘুমিয়ে পরে সে নিজেও টের পায় না। ✍

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
প্রতিবেশী'র বার্ষিক চাঁদা
পরিশোধ করেছেন কি?

SALMELA INTERNATIONAL SCHOOL

346 EAST PADARDIA,
SATARKUL ROAD,
NORTH BADDA,
DHAKA- 1212
BANGLADESH

JOB OPPURTUNITY

Salmelа International School is an English Medium School Conducted by **`Joy & Hope Trust'.** Applications are invited from qualified and experienced Bangladeshi citizens for the following Position:

Name of the post of Teacher	Post	Education Qualifications	Experiences	Additional Requirement
1.Senior Teacher for the **Salmela International English Medium School.**	**01**	**Bachelor's (Hon) & Master's Degree in English**	Minimum 3-5 years working Experiences with a reputed English Medium School in Bangladesh. More Experience will be Preferable. **(Candidate having English Medium or English Version background)**	1. Age : 30 - 40 Years 2. High level of Proficiency in English (both spoken & written) is required.

Interested candidates are requested to submit their applications along with CV on or before the 30th May- 2025. Please apply with your recent Passport size Photograph, Photo copy of National ID, Experience certificates, Contact information, and Pastor/Father/Bishop's reference from your church. **Write the Position's name on the top of the Envelope.**

Please note that **Salmela International School Authoriy** reserves the right to accept or to reject any or all applications, if they are not submitted according to the above requirements .

Please mail your application to:

The Chairman
Salmela International School
346 East Padardia, Satarkul Road
North Badda, Dhaka - 2941

Contact:
Phone: +880-1321749596
Email: susan.baroi@fida.fi

বিজ্ঞ/৮৫/২৫

কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ

জনৈক সাধু সব সময় প্রচার করতেন, "তোমার জীবনে যা-কিছু ঘটুক না কেন, ঈশ্বরকে সর্বদা ধন্যবাদ জানাও, যদি সেটা ভাল হয় তা হলেও ধন্যবাদ দাও অথবা মন্দ হলেও ধন্যবাদ দাও। যদি সুখের হয় বা দুঃখের হয়, আনন্দের বা নিরানন্দের হয় তথাপি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাও।"

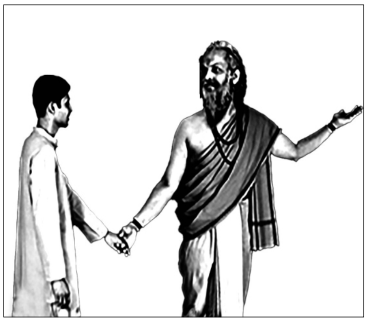

একদিন সে সাধু হোচট খেয়ে পড়ে গিয়ে তার পায়ের একটি হাড় ভেঙ্গে ফেলল, কিন্তু তথাপি সাধু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানালেন। তখন সাধুর শিষ্যটি অবাক হলো। সে বলল, "গুরুজী, আপনার পা ভেঙ্গে গেছে, আপনার কষ্ট হচ্ছে, তথাপি আপনি কেন ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিচ্ছেন? আমি তো এটা কিছুই বুঝতে পারছি না। যদি আপনি আমাকে এই বিষয়ে একটু জ্ঞান দিতেন।"

সাধু উত্তর দিলেন, "আমার পায়ের হাড়টি সামান্য মাত্র ভেঙ্গে গেছে, আমার সম্পূর্ণ পা-টাই ভেঙ্গে যেতে পারত, মাথা ফেটে যেতে পারত এবং এমনকি আমি মারাও যেতে পারতাম। ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করেছেন, তাই প্রভুকে ধন্যবাদ জানাই। যা কিছু ঘটে তার সবই সহ্য কর। সর্বদা ইতিবাচক মনোভাব পোষণ কর। এটাই সুখী ও তৃপ্ত হওয়ার একমাত্র পন্থা।"

সংগৃহীত : *গল্পে গল্পে নীতি শিক্ষা (১ম খণ্ড)*

অনুবাদ, সংকলন ও সম্পাদনা : *ফাদার জর্জ কমল রোজারিও সিএসসি*

কেমন তোমার ছবি এঁকেছি!

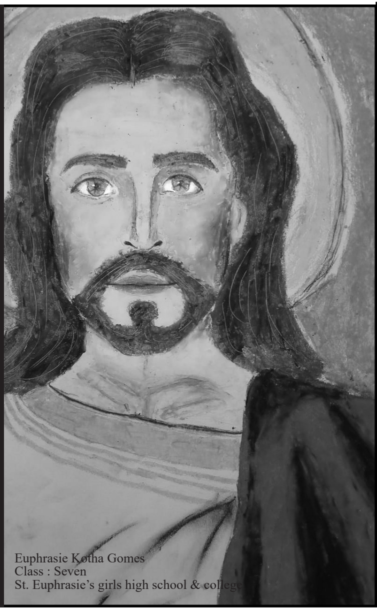
Euphrasie Kotha Gomes
Class : Seven
St. Euphrasie's girls high school & college

Angelin Benedicta Gomes
Bottomley Homes Girls High School

যীশু বাউলের কবিতা
ইচ্ছা মানেই

ইচ্ছা মানেই
নীল আকাশের অসীম দিগন্তে
ভেসে চলা, দূর সীমানায় সুখের নীড়গড়া,
সাদা-কালো স্বপ্নের দোলনায় দোল খাওয়া
যেমন খুশি-তেমন সাজাতে জীবন গড়া।

ইচ্ছা মানেই
দিবস যামিনী মনের আনন্দে পথ চলা
দিক-বিভ্রান্ত পথিকের মতো হেঁটে চলা
ভব-ঘুরে ঋষি বাউলের মতো পথে হাঁটা
সবুজ মাঠের আইল ধরে
নিরুদ্দেশ যাত্রা করা।

ইচ্ছা মানেই
জীবন ঘুড়ি আকাশে উড়ানো,
রঙ্গীন ফানুসের বেশ ধরে
দূর গগনে বাস করা
কথা-বাক্য-গান-কবিতায় সুখময় জীবন
চিত্র অঙ্কন করা
না বলার দেশে আরাম কেদারায় বসে
দোল খাওয়া।

ইচ্ছা মানেই
বৃষ্টিবিহীন আকাশের দিকে চেয়ে থাকা
হাজার বছরের স্বপ্ন দলে
অরণ্য ঘাসের ঘর বাঁধা
মহাকালের পরিব্রাজক হয়ে শুধু
অনন্তলোকের দিকে পথ চলা।

দুঃখ জয় করো
ক্ষুদীরাম দাস

জ্বলে দাউ দাউ, মন পুড়ে;
মন টানে না, বাজে বাঁশি করুণ সুরে।
দীর্ঘশ্বাস ক্ষণে ক্ষণে, সুনসান নীরবতা;
পাশে থাকে না কেউ, শুনিতে কথা।
ব্যস্ত সবাই, কাছের মানুষ;
কেউ কেউ দূরে, কোন আক্রোশ
যে একা, সে তো দুর্বল;
আঘাত সইতে হয়, চোখ যতোই ছলছল।
মায়ায় জড়ানো জীবন;
কী করে ডাকি মরণ!
কেউ কেউ বিষ তীর ছুঁড়ে,
বিবেকহীন নির্মমতা;
দুঃখ জয় করো-সর্বশেষ কথা।

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

কনক্লেভ শুরু হবে ৭ মে

প্রয়াত পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় অংশ নিতে রোমে আসা কার্ডিনালগণ ৭মে কনক্লেভ শুরু করতে রাজি হয়েছেন। ভাতিকানে পঞ্চম সাধারণ সমাবেশে যোগ দিতে আসা প্রায় ১৮০ জন কার্ডিনালের (যাদের মধ্যে শতাধিক পোপ নির্বাচনে ভোট দানে যোগ্য) উপস্থিতিতে সোমবার (২৮/৪) সকালে কনক্লেভের তারিখ নির্ধারিত হয়। কনক্লেভ সিস্টিন চ্যানেলে অনুষ্ঠিত হবে এবং কনক্লেভ চলাকালীন সময়ে তা দর্শনার্থীদের জন্য একদম বন্ধ থাকবে।

কনক্লেভের সময় কী ঘটে? কনক্লেভের আগে কার্ডিনাল ইলেকটরগণ (যে কার্ডিনালদের বয়স ৮০ বছরের নিচে, তারা পোপ নির্বাচনে যোগ্য অর্থাৎ ইলেকটর) পোপ নির্বাচনের উদ্দেশ্য নিয়ে বিশেষ খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করেন। ঐদিন বিকালে কার্ডিনাল ইলেকটরগণ শোভাযাত্রা করে সিস্টিন চ্যাপেলে প্রবেশ করেন। শোভাযাত্রার শেষে সিস্টিন চ্যাপেলের ভেতরে প্রত্যেকজন কার্ডিনাল প্রৈরিতিক সংবিধানের ৫৩ ধারা অনুযায়ী শপথ গ্রহণ করেন। এই শপথের মধ্যদিয়ে স্বীকার করেন যে, যদি নির্বাচিত হন, তাহলে বিশ্ব মণ্ডলীর পালক হিসেবে পিতরের দায়িত্ব বিশ্বস্ততার সাথে পূর্ণ করবেন। কনক্লেভে অংশগ্রহণকারী কার্ডিনালগণ রোমান পন্টিফ নির্বাচনের সাথে সম্পর্কিত সকল ব্যাপারে সম্পূর্ণ গোপনীয়তা বজায় রাখতে এবং নির্বাচনে বহিরাগত হস্তক্ষেপের যেকোনো প্রচেষ্টাকে সমর্থন করা থেকে বিরত থাকার প্রতিশ্রুতিও দান করেন। এক পর্যায়ে পন্টিফিক্যাল উপাসনা অনুষ্ঠান পরিচালনাকারী ব্যক্তি পোপ নির্বাচনে যারা জড়িত নন তাদেরকে সিস্টিন চ্যাপেল থেকে বেরিয়ে যেতে আহ্বান করেন। শুধু অনুষ্ঠান পরিচালনাকারী নিজে এবং মাণ্ডলিকভাবে নিযুক্ত ধ্যান পরিচালনাকারী চ্যাপেলে থাকেন। সহভাগিতায় ধ্যান পরিচালনাকারী কার্ডিনাল ইলেকটরদের মহান দায়িত্ব ও উদ্দেশ্যের খাঁটিত্ব সম্বন্ধে বিশেষ জোর দেন। ধ্যানে সহায়তা দান করার পর অনুষ্ঠান ও ধ্যান পরিচালনাকারী উভয়েই সিস্টিন চ্যাপেল ত্যাগ করেন। এরপর কার্ডিনাল ইলেকটরগণ একসাথে প্রার্থনা করেন এবং কার্ডিনাল ডিনের কথা শুনেন। কার্ডিনাল ডিন অন্যান্য কার্ডিনালদের জিজ্ঞেস করেন যে, তারা ভোট দিতে প্রস্তুত কিনা!

ভাতিকানে অবস্থিত অ্যাপস্টলিক প্যালেসের সিস্টিন চ্যাপেলেই ভোটের সকল প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ভোট শেষ না হওয়া পর্যন্ত কার্ডিনালগণ এই চ্যাপেলেই অবস্থান করেন। এ সময়ে তারা সকল প্রকার যোগাযোগ থেকে বিরত থাকেন।

পোপ নির্বাচিত হতে কতগুলো ভোট প্রয়োজন!

পোপ নির্বাচনে উপস্থিত কার্ডিনাল ইলেকটরদের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা প্রয়োজন পোপ নির্বাচিত হবার জন্য। যদি মোট নির্বাচক সংখ্যা তিন দ্বারা বিভাজ্য না হয়, তাহলে অতিরিক্ত ভোট প্রয়োজন। যদি প্রথমদিন বিকালে ভোট গ্রহণ শুরু হয়, তাহলে কেবল একটি ব্যালট হবে। পরবর্তী দিনগুলিতে সকালে দু'টি ও বিকালে দু'টি ব্যালট অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিটি রাউণ্ড ভোটের পর, ব্যালটগুলি একটি কাস্টম চুলায় পোড়ানো হয়। যদি কোন পোপ নির্বাচিত না হন, তাহলে চ্যাপেলের চিমনি দিয়ে কালো ধোঁয়া বের হয় যা বাইরের বিশ্বের কাছে একটি চিহ্ন যে ভোটদান অব্যাহত রয়েছে। সাদা ধোঁয়া ইঙ্গিত দেয় যে, একজন নতুন পোপ নির্বাচিত হয়েছেন এবং প্রক্রিয়াটি শেষ হয়েছে। যদি কোন কারণে নির্বাচক কার্ডিনালেরা পোপ নির্বাচন করতে না পারেন তাহলে তিনদিনের পরে ১দিনের অব্যাহতি নিয়ে প্রার্থনা, নির্বাচকদের মধ্যে মুক্ত আলোচনা ও ছোট আধ্যাত্মিক উপদেশ শুনেন।

নতুন পোপ নির্বাচনের তাৎক্ষণিক পরে কী ঘটে!

যখনই নির্বাচক কার্ডিনালগণ পোপ নির্বাচন করেন তখনই কার্ডিনাল ডিকনদের মধ্যে কনিষ্ঠতম কার্ডিনাল কলেজের সেক্রেটারী ও পোপীয় উপাসনা অনুষ্ঠানের পরিচালককে সিস্টিন চ্যানেলে ডেকে আনেন। কার্ডিনাল কলেজের ডিন, নির্বাচকদের পক্ষে নির্বাচিত প্রার্থীর সম্মতি বিষয়ে জিজ্ঞেস করেন, আপনি কি মাণ্ডলিক সুপ্রিম পন্টিফের দায়িত্ব গ্রহণ করেন? সম্মতি নেবার পর তিনি আবার বলেন, আপনি কি নাম ধারণ করতে চান? পরে উপাসনা পরিচালনাকারী (এমসি) পদ গ্রহণ ও নাম ধারণের দলিলের খসড়া প্রস্তুত করেন এবং নোটারী হিসেবে দু'জন সাক্ষী রাখেন। এ সময়ই নতুন পোপ সমগ্র মণ্ডলীতে পূর্ণ ও সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব লাভ করেন। এই পর্যায়ে কনক্লেভ শেষ হয়।

- তথ্যসূত্র : *news.va*

মারীয়ার সেনা-সংঘের মহাসম্মেলন, ৯ ও ১০ মে, ২০২৫ খ্রিস্টবর্ষ

স্থান: হলি ক্রস সেন্টার, ভাদুন, পূবাইল

বিশেষ ঘোষণা

প্রিয় মারীয়ার সেনা-সংঘের ভ্রাতাভগ্নীগণ, অতি আনন্দের সাথে আপনাদেরকে জানানো যাচ্ছে যে, আগামী **৯ ও ১০ মে, শুক্রবার ও শনিবার, ২০২৫ খ্রিস্টবর্ষ, মারীয়ার সেনা-সংঘের মহাসম্মেলন** অনুষ্ঠিত হবে। স্থান: হলি ক্রস সেন্টার, ভাদুন, পূবাইল।

বিশেষ আনন্দের সুখবর হলো এই যে, পরম শ্রদ্ধেয় **আর্চবিশপ বিজয় এন. ডি' ক্রুজ, ওএমআই,** এই মহাসম্মেলনে প্রধান বক্তা ও পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গকারী হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। **মারীয়ার সেনা-সংঘ ছাড়াও জপমালা-সংঘের** কোন ব্যক্তি যদি এতে অংশগ্রহণ করতে চান, তবে দয়া করে আমার সাথে পূর্ব থেকে যোগাযোগ করতে বিনীত অনুরোধ করছি। উক্ত **মহাসম্মেলনে** অংশগ্রহণকারীগণকে যথা সময়ে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ:

৯ এপ্রিল, শুক্রবার, ২০২৫ খ্রিস্টবর্ষ: ঢাকা ব্যতীত শুধু মাত্র অন্যান্য ধর্মপ্রদেশ থেকে আগত মারীয়ার সেনাসংঘের ভ্রাতাভগ্নীদের জন্য নির্ধারিত।

বিশেষ দ্রষ্টব্য-১: প্রতি ধর্মপল্লী থেকে একজন/দুই জন মাত্র: মারীয়ার সেনা-সংঘের প্রেসিডেন্ট অথবা ভাইস-প্রেসিডেন্ট।

বিশেষ দ্রষ্টব্য-২: নিজ দলের মারীয়ার সেনাসংঘের এক পৃষ্ঠার একটি লিখিত প্রতিবেদন নিয়ে আসতে হবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য-৩: ঢাকা ব্যতীত অন্যান্য ধর্মপ্রদেশের দরিদ্র ধর্মপল্লী থেকে আগত মারীয়ার সেনা-সংঘের ভ্রাতাভগ্নীদের (১/২ জন মাত্র) বাস/ট্রেন (সাধারণ শ্রেণি ও নন-এসি) একপথের যাত্রা ভাড়া প্রদান করা হবে। পাল-পুরোহিতের সুপারিশ পত্র অবশ্যই সাথে আনতে হবে।

অংশগ্রহণকারীদের আগমন ও নাম নিবন্ধন: বিকাল ৪টা।

১০ এপ্রিল, শনিবার, ২০২৫ খ্রিস্টবর্ষ: ঢাকা ধর্মপ্রদেশ (ও অন্যান্য ধর্মপ্রদেশের) মারীয়ার সেনা-সংঘের ভ্রাতাভগ্নীদের জন্য।

অংশগ্রহণকারীদের আগমন ও নাম নিবন্ধন: সকাল ৯টা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: নিজ দলের মারীয়ার সেনাসংঘের এক পৃষ্ঠার একটি লিখিত প্রতিবেদন নিয়ে আসতে হবে।

ফাতেমা দর্শনে মা মারীয়া বলেছেন: "প্রতিদিন প্রার্থনা কর।"

ফাদার এলিয়াস পালমা, সিএসসি, জাতীয় আধ্যাত্মিক পরিচালক, মারীয়ার সেনা-সংঘ বাংলাদেশ

মোবাইল : ০১৭৬৪-২৯২৫৯৯

Email: elias15oct@yahoo.com; elias15oct@gmail.com

মাথাপিছু অনুদান

৯+১০ মে, ২০২৫ অংশগ্রহণকারীদের জন্য ৫০০/- টাকা

১০ মে, ২০২৫ অংশগ্রহণকারীদের জন্য ২০০/- টাকা

বিজ্ঞা/৮৬/২৫

৩২তম জাতীয় খ্রিস্টান লেখক কর্মশালা ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

জাতীয় যুব কমিশন, সিবিসিবি: এপিসকপাল যুব কমিশন ও খ্রিস্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের আয়োজনে গত ৩-৫ এপ্রিল সিবিসিবি সেন্টার, ঢাকা '৩২তম জাতীয় খ্রিস্টান লেখক কর্মশালা ২০২৫' অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালার এবারের মূলভাব ছিল: "একজন আদর্শ লেখক: নান্দনিক শিল্প ও জ্ঞানের বাহক"। তিন দিন ব্যাপী এই লেখক কর্মশালায় বাংলাদেশের ৮টি ধর্মপ্রদেশ এবং ঢাকা শহরের বিভিন্ন গঠনগৃহ ও সেমিনারি থেকে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের ২২ জন যুবক, ২৭ জন যুবতী ও ৪ জন সিস্টারসহ মোট ৫৩ জন অংশগ্রহণ করে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কোর্স পরিচিতি ও নিয়মাবলী বিষয়ে সহভাগিতা করেন সিস্টার চম্পা রোজারিও এমপিডিএ, অফিস সহকারী, এপিসকপাল যুব কমিশন। প্রথম দিনের প্রথম অধিবেশনে "খ্রিস্টীয় সাহিত্য ও খ্রিস্টীয় অনুবাদ সাহিত্যঃ বাইবেলীয় পুস্তক লেখার ধরণ ও উদ্দেশ্য" এর উপর উপস্থাপনা করেন ফাদার প্যাট্রিক শিমন গমেজ। সন্ধ্যায় এপিসকপাল যুব কমিশনের সভাপতি বিশপ সুব্রত বনিফাস গমেজ পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ও অর্থপূর্ণ উপদেশবাণী রাখেন। তিনি বলেন, "খ্রিস্টান লেখক হিসাবে চিন্তায়-অনুভূতিতে থাকবে ঈশ্বর, হৃদয়ে থাকবে যিশু ও কণ্ঠে থাকবে পবিত্র আত্মা।"

দ্বিতীয় দিন প্রথম অধিবেশনে খবর লিখন, ফিচার/রিপোর্ট/ সংবাদ উপস্থাপনা ও মূল্যায়ন এ বিষয়ে উপস্থাপনা করেন শরীফ হোসেন হৃদয়, সিনিয়র সাংবাদিক, চ্যানেল আই টেলিভিশন। দ্বিতীয় অধিবেশনে জাস্টিন গমেজ "লেখালেখি সুন্দর আর্ট, নান্দনিক শিল্প, দর্শন ও গবেষণার ফসল" উপর বাস্তবমুখী উপস্থাপনা তুলে ধরেন। তৃতীয় অধিবেশনে "আবৃত্তি, উপস্থাপনা ও শুদ্ধ বাংলা উচ্চারণের কৌশল" এই বিষয়ে আলোকপাত করেন তিতাস ভিনসেন্ট রোজারিও, প্রভাষক ও আবৃত্তিকার। কর্মশালায় তৃতীয় দিন অংশগ্রহণকারীদের খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র পরিদর্শনে নিয়ে যাওয়া হয়। "খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের কার্যক্রম, কর্ম পরিধি, বিভিন্ন সেক্টরের কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়।

কর্মশালায় ছিল নিয়মিত প্রার্থনা ও খ্রিস্টযাগ, দলীয় কাজ ও সহভাগিতা, বিভিন্ন প্রতিবেদন এবং মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলার ফাদার চার্লি গর্ডেন সিএসসি ও এপিসকপাল যুব কমিশনের নির্বাহী সচিব ও জাতীয় যুব সমন্বয়কারী শ্রদ্ধেয় বিকাশ জেমস রিবেরু সিএসসি।

পরিশেষে সমাপনী খ্রিস্টযাগ, ধন্যবাদ জ্ঞাপন, গ্রুপ ছবি তোলার মধ্যদিয়ে জাতীয় খ্রিস্টান লেখক কর্মশালা সমাপ্ত হয়।

PWPN এবং EYM- এর ২য় জাতীয় সেমিনার-২০২৫

সুমন লেনার্ড রোজারিওঃ "আশার তীর্থযাত্রী" প্রতিপাদ্য মূলসুর নিয়ে ১৬ এবং ১৭ মার্চ, ২০২৫ তারিখে ঢাকার লক্ষ্মীবাজারের সেন্ট গ্রেগরী হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজ প্রাঙ্গণে PWPN এবং EYM-এর ২য় জাতীয় সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। ৮টি ধর্মপ্রদেশ থেকে ফাদার, ব্রাদার, সিস্টার, খ্রিস্টভক্ত ও যুবক-যুবতীসহ প্রায় ১৮০ জন অংশগ্রহণ করে।

লক্ষ্মীবাজার ধর্মপল্লীর পবিত্র ক্রুশের গির্জায় খ্রিস্টযাগ উৎসর্গের মাধ্যমে সেমিনারের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন লক্ষ্মীবাজার ধর্মপল্লীর পাল পুরোহিত ফাদার উজ্জ্বল লিনুস রোজারিও, সিএসসি। উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশে পুণ্যপিতা পোপের প্রতিনিধি আর্চবিশপ ক্যাভিন র‍্যান্ডল এর সেক্রেটারী ফাদার বেলিসারিওসহ বিভিন্ন ধর্মপ্রদেশ থেকে আগত ফাদার, ব্রাদার, সিস্টার এবং খ্রিস্টভক্তগণ। খ্রিস্টযাগের পর কারিতাস বাংলাদেশের ট্রেইনিং কো-অর্ডিনেটর (মার্কেটিং) মি. চয়ন রিবেরুর সঞ্চালনায় Ice Breaking এর মাধ্যমে সকলের পরিচিতি সম্পন্ন হয়।

সেমিনারের ২য় দিনে সকালে পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের সহকারী বিশপ সুব্রত বি গমেজ। সকাল ৯:৪০ মিনিটে সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সঙ্গীত এবং PWPN এবং EYM-এর ২য় জাতীয় সেমিনার আয়োজক কমিটির সেক্রেটারী মি. সুমন লেনার্ড রোজারিও এর শুভেচ্ছা বক্তব্যের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হয় যেখানে উপস্থিত ছিলেন বিশপ সুব্রত বি গমেজ, ব্রাদার সুবল লরেন্স রোজারিও, সিএসসি, কান্ট্রি ডিরেক্টর, PWPN এবং EYM বাংলাদেশ, সেন্ট যোসেফ প্রভিন্সের প্রদেশপাল ব্রাদার রিপন জেমস গমেজ, সিএসসি, সেন্ট গ্রেগরী হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ ব্রাদার প্লাসিড পিটার রিবেরু, সিএসসি, খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের পরিচালক ও সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর সম্পাদক ফাদার আগষ্টিন বুলবুল রিবেরু এবং লক্ষ্মীবাজার খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়নের সম্মানিত চেয়ারম্যান উইলসন রিবেরু।

অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রদীপ প্রজ্বালনের পর কান্ট্রি ডিরেক্টর ব্রাদার সুবল লরেন্স রোজারিও, সিএসসি সকল ডায়োসিসের সমন্বয়কদের পরিচয় করিয়ে দেন। এরপর অতিথীবৃন্দ তাদের বক্তব্য রাখেন।

দিনের প্রথম সেশনে বিশপ সুব্রত বি গমেজ খ্রিস্টযাগের গুরুত্বের উপর সহভাগিতা করেন। ২য় সেশনে ব্রাদার সুবল লরেন্স রোজারিও সিএসসি PWPN এর ইতিহাস ও উদ্দেশ্য তুলে ধরেন। ৩য় সেশনে মি. চয়ন রিবেরু PWPN এবং EYM আন্দোলন ছড়িয়ে দেওয়াার জন্য কাজ করতে আহ্বান জানান।

চতুর্থ সেশনে ফাদার স্ট্যানলি কস্তা জুবিলী কী এবং আশার তীর্থযাত্রী কী- সে বিষয়ে ব্যাখ্যা করেন।

পরিশেষে ব্রাদার সুবল লরেন্স রোজারিও, সিএসসি সকল অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ জানান।

কারিতাস কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ত্যাগ ও সেবা অভিযান এবং কারিতাস রবিবার উদ্‌যাপন

কারিতাস ইনফরমেশন ডেস্ক: ‘এসো, বিশ্বাস ও আশায় একসাথে যাত্রা করি’ প্রতিপাদ্য নিয়ে উদ্‌যাপন করা হলো ত্যাগ ও সেবা অভিযান - ২০২৫ ও কারিতাস রবিবার। ৬ এপ্রিল মালিবাগস্থ কারিতাস বাংলাদেশ এর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে কারিতাস বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালকের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকার আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই। অনুষ্ঠানে প্রাজ্ঞ আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চার ধর্মের ধর্মীয় নেতাগণ যথাক্রমে ভাটারা কোয়াজি ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার শিপন পিটার রিবেরু, নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মো. শহীদুল কবির, রামকৃষ্ণ মিশন, ঢাকার স্বামী দেবধ্যানানন্দ, ও নারায়নগঞ্জ কেন্দ্রীয় বুদ্ধ বিহারের অধ্যক্ষ ভদন্ত চন্দ্রবংশ থেরো। এছাড়া কারিতাস বাংলাদেশ এর পরিচালক (কর্মসূচি) মি. দাউদ জীবন দাশ, পরিচালক অর্থ ও প্রশাসন মি. রিমি সুবাস দাশ, পরিচালক, কারিতাস ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট (সিডিআই) মি. থিওফিল নকরেক, পরিচালক কারিতাস মাইক্রো ফাইন্যান্স প্রোগ্রাম (সিএমএফপি) মোঃ কামাল উদ্দীনসহ কারিতাস বাংলাদেশ এর কেন্দ্রীয় কার্যালয় ও সিডিআই'র কর্মী ও কর্মকর্তাগণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথি আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ, ওএমআই বলেন, “আমরা যখন একে অপরের ওপর বিশ্বাস-আস্থা রাখি তখন আমাদের কাজ-কর্ম সুন্দর হয়। কারিতাসের নির্বাহী পরিচালক মি. সেবাষ্টিয়ান রোজারিও বলেন, “ত্যাগ ও সেবা অভিযানের মধ্য দিয়ে আমরা ত্যাগ ও প্রার্থনা করার পাশাপাশি অন্যদের সেবা করার সুযোগ পাই।

অন্যান্য ধর্মের ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ মূলসুরের উপর ধর্মীয় শিক্ষার আলোকে তাৎপর্যপূর্ণ সহভাগিতা করেন। এই সময় সারা দেশে ১৭৭ জন কর্মী-কর্মকর্তাকে কারিতাস বাংলাদেশে ১০ বছর, ১৫ বছর, ২০ বছর ও ২৫ বছর সেবাকাজের স্বীকৃতিস্বরূপ লং সার্ভিস এওয়ার্ড প্রদান করা হয়।

পরিশেষে মহামান্য আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ, ওএমআই পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করার মধ্য দিয়ে কর্মসূচি সমাপ্ত হয়।

এনিমেটর গঠন প্রশিক্ষণ কোর্স-২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

সিস্টার মেরী অন্তরা এসএমআরএ : ২০-২২ মার্চ ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় যুব কমিশনের আয়োজনে এনিমেটর গঠন প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। “আমরা আশার তীর্থ যাত্রী, যুব জীবন থেকে দূর করব হতাশার কালো রাত্রী” এই মূলভাবের উপর গঠন প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ভাওয়াল, ঢাকা, আঠারোগ্রাম ও গা.মা.সা. এই চারটি অঞ্চলের বিভিন্ন ধর্মপল্লী থেকে যুবক/যুবতীরা এই কোর্সে অংশগ্রহণ করেন। শ্রদ্ধেয় বিশপ সুব্রত বি গমেজ-এর পবিত্র খ্রিস্টযাগের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান উদ্বোধন করা হয়। প্রথমেই অংশগ্রহণকারীদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানানো হয়। অনেক যুবক/যুবতী সাহস করে এনিমেটর হওয়ার ইচ্ছা নিয়ে এই কোর্সে অংশগ্রহণ করেন। বিশপ মহোদয় সবাইকে যুব এনিমেটর হয়ে খ্রিস্টমণ্ডলীতে সেবা কাজ করার আহ্বান জানান। যুব সমন্বয়কারী ফাদার প্রলয় আগষ্টিন ডি ক্রুশ, মূলভাব, প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্দেশ্য, এনিমেটর কে? যুব কার্যক্রমে যুবাদের ভূমিকা, বর্তমান অবস্থা ও বাস্তব অভিজ্ঞতার উপর সহজ সরলভাবে উৎসাহমূলক সহভাগিতা রাখেন। ২১ তারিখ শুক্রবার মাঠে খ্রিস্টযাগ ও ক্রুশের পথ অনুষ্ঠিত হয়। ফাদার বিকাশ রিবেরু খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন। এছাড়াও অনুষ্ঠান সঞ্চালনার উপর সহভাগিতা করেন মি: তিতাস রোজারিও, Code of conduct এর উপর সহভাগিতা করেন এনিমেটর ব্লেইস রোজারিও। তিন দিনের অনুষ্ঠানে আরও ছিল মা মারীয়ার মূর্তি ধরে রোজারিমালা প্রার্থনা, পবিত্র ক্রুশের অর্চনা, পাপস্বীকার এবং পবিত্র খ্রিস্টযাগ। অনুষ্ঠানের শেষদিন, দীর্ঘ চার বছর যেসব ফাদার ও এনিমেটরগণ যুব কমিশনে সেবাদান করেছেন তাদেরকে সার্টিফিকেট, ক্রেস, উপহার ও ফুলের মধ্য দিয়ে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রদান করা হয়।

প্রায়শ্চিত্তকালীন আধ্যাত্মিক সেমিনার ২০২৫

মাগ্রেট জ্যোৎস্না গমেজ : কারিতাস সিএইচ-এনএফপি প্রকল্প অফিসে গত ১৫ এপ্রিল, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে এইচআইভি/এইডস আক্রান্ত ব্যক্তি ও তাদের পরিবারের ছেলেমেয়ে ও অন্যান্য সদস্যদের নিয়ে দিনব্যাপি প্রায়শ্চিত্তকালীন এক আধ্যাত্মিক সেমিনার আয়োজন করা হয়। সেমিনারে মোট ৪৫ জন এইডস্ আক্রান্ত পরিবারের সদস্য অংশগ্রহণ করেন। সেমিনারের শুরুতেই মিসেস মাগ্রেট জ্যোৎস্না গমেজ, সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার ও ইনচার্জ সি.এইচ-এন.এফ.পি সেমিনারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিষয়ে আলোকপাত করে সকলের উদ্দেশ্যে শুভেচ্ছা বক্তব্য জ্ঞাপন করেন। সেমিনারে মূলসুর ছিল “Let us Journey Together in Faith and Hope” বাংলায় যার অর্থ হল: “এসো, বিশ্বাস ও আশায় একসাথে যাত্রা করি” উক্ত মূলসুরের আলোকে সকলের সাথে সহভাগিতা করেন, সেমিনারের প্রধান অতিথি আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই। তিনি বলেন, “আশা আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখে। অতিরিক্ত প্রত্যাশা করলে, অন্যের সাথে তুলনা করলে আমরা আশাহত হয়ে পড়ি, হতাশ হই, নিরাশ হই। প্রত্যাশা ও পরশ্রীকাতরতা আমাদেরকে নিরাশ করে তোলে। নিরাশাবাদী মানুষ হতাশায় ভোগে আর হতাশা মানুষকে আত্মহত্যা পর্যন্ত নিয়ে যায়। তাই আমাদের সবার দায়িত্ব একে অন্যকে আশার মানুষ করে তোলা। যেখানে রয়েছে অসুস্থতা সেখানে মানুষকে সুস্থ হতে সাহায্য করা, সহযোগিতা করা, পরস্পরের পাশে দাঁড়ানো।” সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন, কারিতাস বাংলাদেশের পরিচালক প্রোগ্রামস্ দাউদ জীবন দাস। তিনি বলেন, “আমাদের বিশ্বাস করতে হবে যে, আমি একদিন ভাল হয়ে যাবো, বিশ্বাস নিয়ে আমাকে বলতে হবে যে, কাল থেকে আমি আমার জীবনে আর এ রোগটাকে দেখতে চাই না এবং বিশ্বাস করতে হবে যে, আমি কাল থেকে সত্যিই ভাল হয়ে যাব। সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন, ফাদার ডক্টর লিন্টু ফ্রান্সিস ডি'কস্তা, চেয়ারম্যান, সিএইচ-এনএফপি ম্যানেজিং কমিটি। সেমিনারে উপস্থিত সবার জন্য পাপস্বীকার সাক্রামেন্তের ব্যবস্থা করা হয় এবং পাপস্বীকার সাক্রামেন্ত শেষে সকলে পবিত্র খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করেন।

খ্রিস্টযাগের পরে কয়েকটি অসচ্ছল পরিবারের মাঝে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। এছাড়াও আর্চবিশপ মহোদয় তার ব্যক্তিগত উদ্যোগে সকল (পিএলএইচএ) পরিবার ও পরিবারের শিশুদের জন্য পাস্কা পর্বের আর্শিবাদ স্বরূপ কিছু পরিমাণে আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন। পরিশেষে সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে সেমিনার সমাপ্ত করেন দাউদ জীবন দাস।

গামাসা ও ভাওয়াল আঞ্চলিক পবিত্র শিশুমঙ্গল এনিমেটর কর্মশালা- ২০২৫ খ্রিস্টবর্ষ

সিস্টার মেরী তৃষিতা, এসএমআরএ : ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় পবিত্র পিএমএস কমিটির উদ্যোগে ভাওয়াল ও গাজীপুর অঞ্চলের শিশু এনিমেটরদের নিয়ে এক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। ১২ এপ্রিল, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, শনিবার তুমিলিয়া ধর্মপল্লীতে “শিশুদের গঠন দানে এনিমেটরদের ভূমিকা”- এই মূলসুরের আলোকে কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় ১২৫ জন এনিমেটর, ৮ জন সিস্টার এবং ৫ জন ফাদার অংশগ্রহণ করেন। ফাদার ঝলক আন্তনী দেশাই-এর প্রার্থনার মধ্য দিয়ে কর্মশালা শুরু হয়। এরপর ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় পবিত্র পিএমএস কমিটির পরিচালক ফাদার মিল্টন কোড়াইয়া (পরিচালক) এবং ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত ফাদার কুঞ্জন কুইয়া সবার উদ্দেশ্যে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। ফাদার মিল্টন তার বক্তব্যে শিশুদের গঠনদানের জন্য প্রশংসা ও উৎসাহিত করেন এবং প্রার্থনার প্রতি আগ্রহী করে গড়ে তুলতে অনুপ্রাণিত করেন। সাড়া দিনব্যাপী কর্মশালার প্রধান বক্তা ছিলেন সিস্টার মেরী হেনরীয়েটা এসএমআরএ। তিনি কর্মশালায় মূলসুরের উপর চমৎকার উপস্থাপনা রাখেন এবং দুপুরের আহারের পর ধর্মপল্লীভিত্তিক ১১টি দলে বিভক্ত করে দলীয় কাজ করানো হয়। ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় পবিত্র শিশুমঙ্গল কমিটির পক্ষ থেকে অংশগ্রহণকারীগণের মধ্যে ধর্মীয় ছবি উপহার হিসেবে প্রদান করা হয়। ফাদার মিল্টন কোড়াইয়া এর ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে শিশুমঙ্গল এনিমেটর কর্মশালার শুভ সমাপ্তি ঘটে।

ঢাকাস্থ আদিবাসী খ্রিস্টভক্তদের জন্য প্রায়শ্চিত্তকালীন বিশেষ প্রার্থনানুষ্ঠান

জের্ভাস গাব্রিয়েল মুর্মু: ৪ এপ্রিল, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, শুক্রবার 'সাধু খ্রীষ্টিনা কাথলিক গীর্জা', আসাদগেট, মোহাম্মদপুরে ঢাকাস্থ সকল সাঁওতাল, উঁরাও, মাহালী, মুন্ডা, পাহাড়িয়া, খাড়িয়া, মালো ও পাহান সহ প্রায় ৩১২ জন খ্রিস্টভক্তদের জন্য প্রায়শ্চিত্তকালে বিশেষ প্রার্থনানুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। বিকেল ২:৩০ মিনিটে ফাদার ফ্রান্সিস মুর্মু খ্রিস্টভক্তদের জন্য পাপস্বীকার সংস্কার ও পবিত্র খ্রিস্টযাগ অর্পন করেন এবং উপদেশ প্রদান করেন ফাদার নিত্য আন্তনী এক্কা। তিনি সহভাগিতায় বলেন, “আমাদেরকে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে থাকার জন্য; প্রতিনিয়ত ধ্যান-প্রার্থনা করতে হবে। শুধু প্রায়শ্চিত্তকাল নয়; আমাদের জীবন যেন হয়ে উঠে প্রার্থনাময় জীবন। বাণী পাঠের আলোকে তিনি আরোও বলেন, “আমরাও অনেক সময় সেই অপব্যয়ী পুত্রের মতো জীবনযাপন করছি অর্থাৎ ঈশ্বরহীন জীবনযাপন করছি। আমাদেরকে মনে রাখতে হবে 'ঈশ্বর ছাড়া জীবন অচল'। তাই মাতামণ্ডলী একটি বিশেষ সুযোগ করে দেয় এই প্রায়শ্চিত্তকালে আমরা যেন আরোও প্রার্থনা, দয়ার কাজ ও উপবাস এর মধ্যদিয়ে যিশুর কাজে আমাদেরকে আরো মনোযোগী ও ত্যাগস্বীকার মনোভাব গড়ে তুলতে পারি। যাতে এরই মধ্য দিয়ে যিশুকে অন্যদের কাছে প্রচার করতে পারি এবং অন্যের কাছে বাহক হতে পারি”।

খ্রিস্টযাগে শেষে ফাদার ফ্রান্সিস মুর্মু, ফাদার নিত্য এক্কা সিএসসি ও ফাদার জুয়েল কস্তাকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতাস্বরূপ ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা ও স্বাগতম জানানো হয়। ফাদার ফ্রান্সিস মুর্মু খ্রিস্টভক্তদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, “আমরা যেন একেক জন বাণী প্রচারে নিজেদেরকে বিলিয়ে দিতে পারি এবং ধ্যান-প্রার্থনা ও প্রতিদিনকার জীবনে আমরা যেন আরো সচেতনভাবে জীবন পথে চলতে পারি”।

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা,

আপনি কি সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র একজন নিয়মিত গ্রাহক হতে চান? সাপ্তাহিক প্রতিবেশী দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যকে লালন করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গড়ে তুলেছে 'প্রতিবেশী পরিবার'। প্রতিবেশী পরিবারের সদস্য হওয়ার জন্য আপনাকে স্বাগত জানাই।

গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী

- বছরের যে কোন সময় পত্রিকার গ্রাহক হওয়া যায়।
- গ্রাহক চাঁদা অগ্রিম পরিশোধ করতে হবে। গ্রাহক চাঁদা মানি অর্ডার যোগে অথবা সরাসরি অফিসে এসে পরিশোধ করা যাবে। মনে রাখবেন, টাকা পাওয়া মাত্রই আপনার ঠিকানায় পত্রিকা পাঠানো শুরু হবে।
- চেকে (Cheque) চাঁদা পরিশোধ করতে চাইলে THE PRATIBESHI নামে চেক ইস্যু করুন।
- গ্রাহকের পুরো নাম-ঠিকানা স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠাতে হবে। স্থান পরিবর্তনের সাথে সাথেই তা আমাদের জানাতে হবে।

ডাক মাসলসহ বার্ষিক চাঁদা

বাংলাদেশ..৪০০ টাকা
ভারত..ইউএস ডলার ১৫
মধ্যপ্রাচ্য/এশিয়া..ইউএস ডলার ৪০
ইউরোপ/যুক্তরাজ্য/যুক্তরাষ্ট্র/অস্ট্রেলিয়া............ইউএস ডলার ৬৫

সুখবর ! সুখবর !! সুখবর !!!

প্রতিবেশী প্রকাশনীতে রয়েছে ভারত থেকে নিয়ে আসা ছোট-বড় মূর্তির এক বিশাল সমাহার।

* ফাইবারের তৈরী কুমারী মারীয়ার মূর্তি
* সাধু আন্তনীর মূর্তি
* যিশুর মূর্তি
* বিভিন্ন সাধু-সাধ্বীর মূর্তি।

এছাড়াও রয়েছে – ছোট-বড় ক্রুশ, মেডেল ও রোজারি মালা। স্টক শেষ হয়ে যাওয়ার আগে অতি সত্ত্বর যোগাযোগ করুন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: অর্ডার সাপেক্ষে বিভিন্ন সাইজের মূর্তি সরবরাহ করা হয়।

–যোগাযোগের ঠিকানা –

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
হলি রোজারি চার্চ
তেজগাঁও, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
সিবিসিবি সেন্টার
২৪/সি আসাদ এভিনিউ, মোহম্মদপুর, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
নাগরী পো: অ: সংলগ্ন
গাজীপুর।

বর্ষ ৮৫ ❖ সংখ্যা - ১৪
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 14

Regd. No. DA-33
✦ 27 April - 3 May, 2025, ১৪ - ২০ বৈশাখ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

ছাপার জগতে এক অনন্য নাম **জেরী প্রিন্টিং প্রেস**

হাইডেলবার্গ সর্ক (বাই কালার)
সাইজ = ১৯X২৫.৫ ইঞ্চি

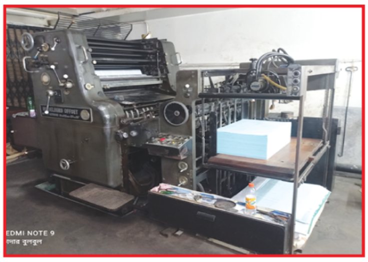

হাইডেলবার্গ সর্ক
সাইজ = ২৩X৩৬ ইঞ্চি

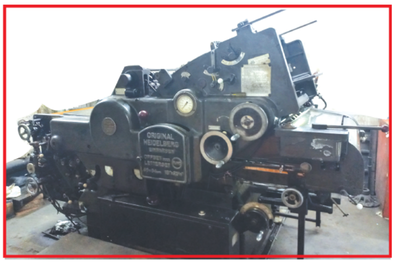

হাইডেলবার্গ কর্ড ৬৪
সাইজ = ১৮X২৫.২৫ ইঞ্চি

জেরী প্রিন্টি প্রেস খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান। প্রথম দিকে শুধুমাত্র সাপ্তাহিক প্রতিবেশী ছাপানোর উদ্দেশেই এটি স্থাপিত হয়েছিল। বর্তমানে জেরী প্রিন্টিং প্রেসকে একটি অত্যাধুনিক ডিজিটাল ছাপাখানায় রূপান্তরিত করা হয়েছে। সম্প্রতি জেরী প্রিন্টিং-এ সংযোজিত হয়েছে হাইডেলবার্গ সর্ক বাইকালার মেশিন। যা ছাপার কাজে আনবে দ্রুততা ও স্পষ্টতা। যাবতীয় মুদ্রণ কাজের জন্য ইতোমধ্যেই প্রতিষ্ঠানটি সারা দেশে প্রশংসা কুড়িয়েছে ও হয়ে ওঠেছে নির্ভরতার প্রতীক।

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের অন্যতম আয় সৃষ্টিকারী বিভাগ হচ্ছে জেরী প্রিন্টিং প্রেস। মূলত এই আয় দিয়েই কেন্দ্রের অন্যান্য বিভাগের ভর্তুকী দেয়া হয়। এ প্রতিষ্ঠানের পুরো আয়ই সরাসরি মঙ্গলবাণী প্রচারে ব্যবহার করা হয়। তাই আপনাদের ছাপা কাজ যথাসময়ে পেতে এবং মঙ্গলবাণী প্রচারে সহায়তা করতে আপনাদের প্রতিষ্ঠান, স্কুল, সংঘ-সমিতি, ধর্মপল্লীর বিভিন্ন ছাপা কাজ জেরী প্রিন্টিং-এ করবেন বলে প্রত্যাশা রাখি।

যোগাযোগের জন্য : **jerryprintingccc@gmail.com**

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র
বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ করেছেন কি?

করে না থাকলে এখনই পরিশোধ করুন।

আকর্ষনীয় সংখ্যাগুলো পেতে নিয়মিত চাঁদা পরিশোধ জরুরী।

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের বিভিন্ন সেক্টরের অনলাইন সম্পৃক্ততা

Website: www.pratibeshi.org

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী :
Website: weekly.pratibeshi.org
facebook: weeklypratibeshi
youtube : YouTube@WeeklyPratibeshi

বাণীদিপ্তী
youtube: BanideeptiMedia

রেডিও ভেরিতাস এশিয়া বাংলা সার্ভিস
facebook.com/varitasbangla

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org